



দুর্ঘটনার কবলে নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার বেলাতে কলকাতা যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ভাঙুরের বিধায়ক ও আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকি। ঘটনাস্থল হাওড়ার কোনো এন্ড্রোসেসওয়ে। কোনো ট্রাফিক গার্ড সূত্রের খবর, কোনো এন্ড্রোসেসওয়ের উপর গরফা ক্রসিংয়ে বিধায়কের গাড়ি ধাক্কা মারে কন্টেনার ভর্তি একটি লরিতে। গাড়িতে সামনের সিটে বসে ছিলেন বিধায়ক। আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ার কারণেই বিধায়কের গাড়ি কন্টেনারের ধাক্কা মারে। যার জেরে বিধায়কের গাড়ির সামনের অংশ দুর্ঘটনায় মুচড়ে যায়। তবে এক্সের জন্য বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পান আইএসএফ বিধায়ক।

বাড়বে গরম

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে আগামী কয়েক দিন অস্বস্তিকর গুরু গরম আরও বাড়বে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। আগামী শনিবার বাংলা নববর্ষ পর্যন্ত আবহাওয়া একইরকম থাকবে বলে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে রাজ্যে কালবৈশাখীর সম্ভাবনাও ক্ষীণ বলে তিনি জানান। এই প্রতিকূল আবহাওয়ায় সুস্থ থাকার জন্য আবহাওয়া দপ্তর বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছে। বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক এবং আগে থেকে অসুস্থদের বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। ঘন ঘন জল খেতে, বাইরের খাবার বর্জন করতে এবং কায়িক পরিশ্রমের কাজ বেলা ১১ টা থেকে বিকেল ৪ টে পর্যন্ত এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বার্তা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘দল কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়। পঞ্চায়েতের প্রার্থী হবে ইলেক্টেড, সিলেক্টেড নয়।’ অর্থাৎ মানুষ যাকে চাইবে তিনিই প্রার্থী হবেন। আর নামের তালিকা চূড়ান্ত করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবাবের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফ্যাঙ্কি ফাইন্ডিং টিমের বিরুদ্ধে সুর চরান রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।

নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত এসিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: চাকরির পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লাখ লাখ টাকা নেওয়ার অভিযোগে প্রেক্ষার কলকাতা পুলিশের এসিপি সোমনাথ ভট্টাচার্য। সূত্রে খবর, অভিযুক্ত অফিসারকে প্রেক্ষার করে ব্যারাকপূর কমিশনারে।

সিবিআইকে প্রাথমিক অনুসন্ধানের নির্দেশ হাইকোর্টের

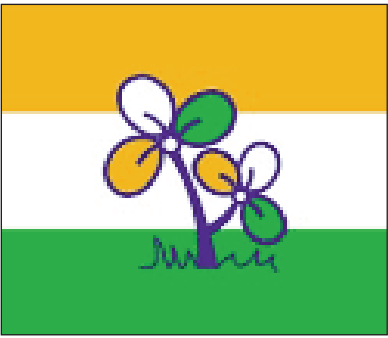
নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতিতে এবার নাম জড়াল এক প্রাথমিক শিক্ষকেরও। লীপক জ্ঞান নামে এই প্রাথমিক শিক্ষকের বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে চাকরি প্রতিশ্রুতি দিতেন বলেই বলেই অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েই তিনি বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করেছেন এমন অভিযোগও সামনে আসছে। এবার এই প্রাথমিক শিক্ষকের বিরুদ্ধে সিবিআইকে প্রাথমিক অনুসন্ধানের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি রাজাশেখর মাস্তুর বেঞ্চে ছিল সেই মামলার শুনানি। এদিন বিচারপতি রাজাশেখর

তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় দলের মর্যাদা কাড়ল নির্বাচন কমিশন

তকমা হারাল এনসিপি, সিপিআই-ও, জাতীয় দল হল আপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় দলের মর্যাদা কেড়ে নিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। একইসঙ্গে প্রত্যাহার করা হল বাম দল সিপিআই (কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া) এবং মহারাষ্ট্রের নেতা শরদ পাওয়ারের এনসিপি (ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি)-র জাতীয় দলের তকমাও। অন্যদিকে, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি (আপ) পেল জাতীয় দলের মর্যাদা। সোমবার এমনটাই জানানো হল নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে এ ব্যাপারে কনটিক হাইকোর্ট একটি নির্দেশ দিয়েছিল। উচ্চ আদালত জানিয়ে দিয়েছিল, এ ব্যাপারে ১৩ এপ্রিলের মধ্যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে নির্বাচন কমিশনকে।

এখানে একটা কথা মনে রাখতেই হবে, ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অরুণাচল ও মনিপুর প্রদেশে রাজ্য পর্যায়ের দল হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় তৃণমূলকে জাতীয় দলের মর্যাদা দেয় কমিশন। সে সময় লোকসভা ভোটে ৪টি রাজ্য থেকে ৬ শতাংশ ভোট পেয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ‘রাজ্য দল’ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। তবে এরপর ৭ বছরের মাথাতেই সেই মর্যাদা হারাল তৃণমূল। এর আগে গত বছর জুলাই মাসে তৃণমূল কংগ্রেস, এনসিপি এবং সিপিআইকে চিঠি পাঠিয়ে কমিশন জানতে চায় তোমাদের জাতীয় দল হিসাবে মর্যাদা



কেন কেড়ে নেওয়া হবে না? এদিকে ইলেকশন সিস্টম (রিজারভেশন অ্যান্ড অ্যালটমেন্ট) অর্ডার ১৯৬৮ অনুসারে কোনও আঞ্চলিক দল যদি চারটি বা তার বেশি রাজ্যে স্বীকৃত রাজনৈতিক দল হয়, তা হলে জাতীয় দল হিসাবে মর্যাদা পেতে পারে। অর্থাৎ কোনও রাজনৈতিক দল যদি চারটি বা তার বেশি রাজ্যে লোকসভা কিংবা বিধানসভা নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের ৬ শতাংশ পায় তা হলে তাকে জাতীয় দল বলা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে একটা শর্ত রয়েছে, ওই রাজনৈতিক দলকে লোকসভা ভোটে অন্তত ৪টি আসনে জিততে হবে এবং লোকসভা ভোটে মোট প্রদত্ত ভোটের ২ শতাংশ পেতে হবে। আর এই প্রসঙ্গ টেনেই নির্বাচন

কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়, নতুন রাজনৈতিক দল হিসাবে আম আদমি পার্টি এই শর্ত পূরণ করছে। কারণ, দিল্লির পাশাপাশি পঞ্জাবেও তারা সরকারের রয়েছে। গোয়া ভোটে তারা ৬.৭৭ শতাংশ ভোট পেয়েছে। গুজরাতে বিধানসভা নির্বাচনেও আপ ভোট পেয়েছিল ১২.৯১ শতাংশ। তবে গত ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ব্যবধানে জয় লাভ করে। মোট প্রদত্ত ভোটের ৪৮.০২ শতাংশ ভোটও পায় তৃণমূল। সেই সাফল্যের ওপর ভরসা রেখেই গোয়া, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের নির্বাচনে প্রার্থীও দেয় তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু বাংলার বাইরে একমাত্র মেঘালয় ছাড়া সাফল্য পায়নি। এদিকে মহারাষ্ট্রে এনসিপির ক্ষমতা সীমিত। তার বাইরেও এনসিপির সেভাবে আর কিছুই নেই। আর সিপিআই অনেক দিন আগেই অন্ধের হিসাবে জাতীয় দলের মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছিল। তবে নির্বাচন কমিশন উদ্যোগী হয়ে তা এতদিন খারিজ করেনি। এবার তা করে দিল কমিশন।

তবে এদিনের নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানান, ‘এখন এ বিষয়ে কিছু বলছি না। দলের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখে এ বিষয়ে বক্তব্য জানানো হবে।’

কেন্দ্রের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম নিয়ে সুর চড়ালেন মমতা



নিজস্ব প্রতিবেদন: রামনবমীকে কেন্দ্র করে রাজ্যে অশান্তির ঘটনা খতিয়ে দেখতে রাজ্যে এসেছে কেন্দ্রের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। বিজেপি শাসিত কেন্দ্র সরকারের এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম নিয়ে এবার কটাক্ষ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবাবের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফ্যাঙ্কি ফাইন্ডিং টিমের বিরুদ্ধে সুর চরান রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এলাকা অশান্ত করতে এসেছে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। এটা খান্না না খাওয়া দেয়? এটা কাঁচা লব্ধা না লবণ্ডা? সব ব্যাপারে হিভিমান রাইটস, মহিলা কমিশন, চিলড্রেন কমিশন, মিডিয়া কমিশন।’ এদিন সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়েও সরব হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিকে নাম না করে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মিডিয়াকে সকাল বেলা বলে দেয় এর খবর দেখাবে না। গণতন্ত্র কোথায়?’

এদিন রামনবমীর মিছিলে অশান্তি পাকানো নিয়েও বিজেপির

অত্যাধুনিক অ্যাম্বুল্যান্সের উদ্বোধন



নিজস্ব প্রতিবেদন: মুমূর্ষ রোগীদের জীবন রক্ষা এবং পথ দুর্ঘটনায় প্রাণহানি সংখ্যা কমাতে আরও ৩০ টি অত্যাধুনিক অ্যাম্বুল্যান্স এলো রাজ্যে। গুরুতর অসুস্থ ও আহতদের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার আগে পর্যন্ত যান্ত্রীয় চিকিৎসা পরিষেবা রয়েছে এই অ্যাম্বুল্যান্সগুলোতে। জীবনদায়ী চিকিৎসার নানা উপকরণ এমনকী ভেন্টিলেটর বিশিষ্ট এই অ্যাম্বুল্যান্সগুলিকে প্রায় এক একটি মিনি হাসপাতাল বলা চলে। সোমবার নবাবের সামনে থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই অ্যাম্বুল্যান্সগুলির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এর আগে ৬২এটিরও বেশি অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু করা হয়েছে সাংসদদের টাকা থেকে। একটি হাসপাতালের আইসিইউতে যা যা সুবিধা থাকে, এই অ্যাম্বুল্যান্সগুলিতেই থাকবে সেই সব পরিষেবা। মোট ৩০টি অ্যাম্বুল্যান্সের পিছনে খরচ হয়েছে ১০ কোটি টাকা।’ অনুষ্ঠান থেকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য ১ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি ১৭৩টি কমিউনিটি সেন্টার চালু করা হচ্ছে বলেও জানান।

এদিন পুলিশের পাশেও দাঁড়ান তথ্য সিবিআই-এর কাছে আসছে। চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রায় ৫ কোটি টাকার প্রতারণা করছেন দীপক জানা। শুধু তাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, চাকরিপ্রার্থীরা টাকা দিয়েও চাকরি পাননি। আর এই অভিযোগের ভিত্তিতেই হয় এই মামলা। দীপক জানানার বিরুদ্ধে টাকা দিয়ে চাকরি না পাওয়ার অভিযোগে দায়ের হয় এক্সআইআরও। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আগামী ১ মে এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

সি, গ্রুপ ডি, প্রাথমিক শিক্ষক সহ একাধিক দপ্তরে বা সরকারি পদে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রায় ৫ কোটি টাকার প্রতারণা করছেন দীপক জানা। শুধু তাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, চাকরিপ্রার্থীরা টাকা দিয়েও চাকরি পাননি। আর এই অভিযোগের ভিত্তিতেই হয় এই মামলা। দীপক জানানার বিরুদ্ধে টাকা দিয়ে চাকরি না পাওয়ার অভিযোগে দায়ের হয় এক্সআইআরও। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আগামী ১ মে এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষকের নিয়োগ দুর্নীতি

মাস্থা সিবিআইকে নির্দেশ দেন আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রাথমিক অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দেওয়ার। এদিনের এই মামলা প্রসঙ্গে বিচারপতি মাস্থা এও জানান, যেহেতু নিয়োগ দুর্নীতির অন্য মামলায় তদন্ত করছে সিবিআই, তাই এই মামলাও সিবিআইকে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিল আদালত। সঙ্গে বিচারপতি মাস্থা এও বলেন, ‘তদন্ত যে স্বচ্ছতার সঙ্গে হচ্ছে সেটা জগৎগণের কাছে পরিষ্কার

হওয়া দরকার।’ তিনি আরও বলেন, ‘নিয়োগ দুর্নীতিতে রোজ নতুন নতুন তথ্য সিবিআই-এর কাছে আসছে। আর্থিক লেনদেনের হারিশ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সব অভিযোগের তদন্তভার সিবিআই-কে দিতে হবে।’ এদিকে সূত্রে খবর, পূর্ব মেদিনীপুরের বিচুনিয়া জগন্নাথ বিদ্যামন্দিরের ইংরেজির শিক্ষক দীপক জানা। অভিযোগ, ২০১৮ সাল থেকে গ্রুপ

করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: করোনা সংক্রমণ নিয়ে সোমবার রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল এবং কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্রের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা সিদ্ধান্ত নিয়োগী। বৈঠকে ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা দেবশিস ভট্টাচার্য-সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের নীর্থ কর্তারা। গোটা দেশের পাশাপাশি রাজ্যেও এখন কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এই অবস্থায় সংক্রমণ মোকাবিলায় রাজ্যের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতেই এই বৈঠক ডাকা হয়েছিল। বৈঠকে হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত শয্যা, যন্ত্রপাতি, অক্সিজেনের ব্যবস্থা এবং গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরিদর্শন দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সেইসঙ্গে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সবে খবর, রাজ্যে এই মুহূর্তে প্রায় ৩০০ জনের মতো সক্রিয় করোনা রোগী রয়েছেন। কোভিড প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আগামীকাল এমআর বাবুর হাসপাতালে মক ড্রিল চালানো হবে বলে স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিকে, করোনা সংক্রমণের মোকাবিলায় এদিন থেকে দেশের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ২ দিনের মকড্রিল শুরু হয়েছে। করোনাক্রান্তদের চিকিৎসায় কী ধরনের পরিকাঠামো তৈরি রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশে এই মকড্রিল করা হচ্ছে। কোভিড টেস্ট হাসপাতালগুলিতে আইসোলেশন বেড, অক্সিজেন, আইসিইউ, এবং ভেন্টিলেটর ব্যবস্থা এই মকড্রিলে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দেরের কোভিড পরিদর্শিত নিয়ে সবকটি রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের সঙ্গে ইতিমধ্যে একাধিকবার বৈঠক করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। রাজ্যগুলিকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। নীতি আয়োগের বৈঠকে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সচিব রাজেশ ভূষণ আরটি পিসিআর পরীক্ষা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। করোনা পজিটিভ হলে, জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের ওপর জোর দেন তিনি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ দফায় সারপ্রাইজ ভিজিট রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আক্ষরিক অর্থেই ‘সারপ্রাইজ ভিজিট’। সোমবার সকালে আচমকাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসে হাজির রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আসেন একবার নয়, দুবার। প্রথমে যান সকাল ১১টা নাগাদ সারপ্রাইজ ভিজিটে। তারপর সেখান থেকে রাজভবনে ফেরার পর দুপুরে ফের এক দফা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির হন সিভি আনন্দ বোস। দুপুর তিনটে নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকে তিনি। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, পদাধিকারবলে রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য হলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এদিকে কিছুদিন আগে রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তিনি। উপাচার্যরা যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের একটি সাপ্তাহিক রিপোর্ট নিম্নম করে রাজভবনে পাঠান, সেই নির্দেশ দেওয়া হয়।

এদিকে এদিনের সি ভি আনন্দ বোসের এই সারপ্রাইজ ভিজিট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজ্যের শিক্ষামহল এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। একই দিনে দুবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিদর্শন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। দ্বিতীয়বার বিশ্ববিদ্যালয় পৌঁছলে, জাতীয় শিক্ষা নীতি বাতিলের দাবিতে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র কর্মী সমর্থকরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ জানান তারা। রাজ্যপাল গো ব্যাক স্লোগানও দেন তাঁরা। সোমবার সকালেই দিল্লি থেকে কলকাতায় ফেরেন রাজপাল। রাজভবনে ঢোকার মুখে সিদ্ধান্ত বদলে তিনি আচমকা চলে যান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাজ্যপালের এই পরিদর্শন নিয়ে



বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আগাম কোনও খবর ছিল না। সেসময় উপাচার্য বা রেজিস্ট্রার, কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন না। পরে উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রারের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যপাল। সেখানে মিনিট ২০ থাকার পর তিনি রাজভবনে ফিরে যান। এরপর দুপুর আড়াইটে নাগাদ তিনি আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির হন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করা নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলির অধ্যক্ষদের বৈঠক ডেকেছিলেন উপাচার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে এই বৈঠকে যোগ দিতেই দ্বিতীয়বার বিশ্ববিদ্যালয়ে যান রাজ্যপাল। বৈঠকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্যাম্পাসের বিভাগীয় প্রধানদেরও ডেকে পাঠানো হয়। এছাড়া, প্রতিটি বিভাগ থেকে দুজন করে ছাত্র প্রতিনিধিকও ডেকে পাঠান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সূত্রে খবর, সকালে প্রায় ২০ মিনিট ছিলেন রাজ্যপাল। এদিন দুপুরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য

আশিস চট্টোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলির অধ্যক্ষদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেন। এই বৈঠকের মূল বিষয় ছিল, জাতীয় শিক্ষা নীতি সংক্রান্ত বিষয়। এদিনের এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। সূত্রে এও জানা যাচ্ছে, কলেজের অধ্যক্ষদের রয়্যাল বেঙ্গল টিহাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেন তিনি। সূত্রের খবর, জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষরা যাতে অগ্রণী ভূমিকা নেন, সেই পরামর্শও দেন রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। রাজ্য সরকার যাতে এই বছর থেকেই জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করতে পারে, তার জন্য আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

একইসঙ্গে উপাচার্য এও জানান, ‘অধ্যক্ষদের সঙ্গে এদিনের বৈঠক আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। বিষয় ছিল নতুন শিক্ষানীতি। সেই বিষয়েই রাজ্যপাল অধ্যক্ষদের সঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।’ এরই পাশাপাশি উপাচার্য এও জানান, অধ্যক্ষরা এটি চালু করতে তৈরিও রয়েছেন।

খেজুরির সভা থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা শুভেন্দুর

মদন মাইতি • খেজুরি

আবারও তারিখ দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলেন। সোমবার খেজুরিতে মমতার সভার ‘জবাবি’ সভা থেকে শুভেন্দুবাবু বলেন, ‘পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণা করছে ২ মে। সব খবর থাকে আমার কাছে। ১ দফায় ভোট করাবে। পুলিশ দিয়ে ভোট করতে চাইছে। ১ দিনে ভোট। যাতে রক্তগঙ্গা বয়ে যায় বাংলায়। যাতে শত শত মানুষ মারা যায়। এই ব্যবস্থা করছে অভ্যচারী অহঙ্কারী ভাইপোর একমাত্র পিসি।’ রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শুভেন্দু। কিন্তু শুভেন্দুর আবেদনে সাড়া দেয়নি আদালত। এর পর শুভেন্দুবাবু বলেছিলেন, ফের তিনি কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে আদালতে যাবেন। কিন্তু এখনও তেমন কোনও পদক্ষেপ করেননি তিনি। তার মধ্যে সোমবার খেজুরির সভা থেকে রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণার দিনক্ষণ জানিয়ে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

নিয়োগ দুর্নীতি প্রসঙ্গে গত সোমবার খেজুরিতে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে শুভেন্দু অধিকারীর নাম না করে তাকে তোপ দেগেছিলেন



মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার মমতার সভার ‘জবাবি’ সভা থেকে তাকে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন নন্দীশ্বরের বিধায়ক জানানেন, চাকরি সংক্রান্ত একটি দুর্নীতিতেও তাঁর জড়িত থাকার প্রমাণ দিতে পারলে রাজনীতির ময়দান ছেড়ে পাবেন। প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মাফও চাইবেন। শুভেন্দুর কথায়, ‘উনি এই জেলা (পূর্ব মেদিনীপুর), পুর্নুলিয়ায় ইত্যাদিতে নিয়োগ নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলেছেন।’ তাঁর সংযোজন, ‘একটা নাম দেখান মুখ্যমন্ত্রী। আমি বিরোধী দলনেতা বলাছি, রাজনীতি ছেড়ে দেব। আপনার বাড়ির সামনে, হাজার মোড়ে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাইব। কিন্তু পারবেন না আপনি।’ শুভেন্দু অধিকারী চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, খেজুরির যে জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন,

সেখানেই এক সপ্তাহ পর ‘তিনগুণ বেশি’ লোক নিয়ে সভা করবেন তিনি। সেই প্রসঙ্গে এদিন শুভেন্দু বলেন, ‘আজকের সভা ২৫ হাজার স্কেয়ার ফিটের সভা। ওর (মমতা) ছিল ১৬ হাজারের। তাঁরা (সভায়) উত্থিত লোকজন।’ আবার নন-উত্থিত লোকজন। শুভেন্দু অধিকারী আরো যোগ করে বলেন, প্রান্তিক মানুষের উপর জোর খাটিয়ে বা খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে সভায় লোক ভরাতে হয় শাসকদলকে। কিন্তু তাঁকে তা করতে হয় না। কারণ, তাঁর জনভিত্তি অনেক বেশি। শুভেন্দুর কথায়, ‘এখানে ‘ফুড প্যাকেট’ তো দুয়ের কথা, জলের বোতলও দিতে পারিনি। জলের পাউচ আছে। ৪০ পয়সা দাম সেগুলো।’

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত 30/03/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 4825 নং এক্সিডেন্ট বন্ডে Sunil Kumar Dalui S/o. Santosh Dolui ও Sunil Dalui S/o. S. Dalui সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হয়ইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 04/04/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 5138 নং এক্সিডেন্ট বন্ডে Subhayu Majumdar S/o. Sasanka Kumar Majumdar ও Subhaya Majumder, Majumder Shubhayu S/o. S. Majumder, Shashanka সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হয়ইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 06/04/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 5337 নং এক্সিডেন্ট বন্ডে Ashis Chattopadhyay S/o. Kalipada Chatterjee ও Ashis Chatterjee S/o. K. Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হয়ইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 06/04/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 5332 নং এক্সিডেন্ট বন্ডে Barun Kumar Dey S/o. Panchulal Dey ও Barun Dey S/o. D. L. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হয়ইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 21/12/23 S.D.E.M. সদর হুগলী কোর্টে 53 নং এক্সিডেন্ট বন্ডে Arup Kumar Das S/o. Jawaharlal Das ও Arup Das S/o. J. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হয়ইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 06/04/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 5338 নং এক্সিডেন্ট বন্ডে Panchanan Malick S/o. Nitai Chandra Malick ও Panchanan Malik S/o. Lt. M. Ch. Malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হয়ইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 28/03/23 নোটারী পাবলিক সদর, হুগলী কোর্টে 1482 নং এক্সিডেন্ট বন্ডে Manjar Hossain Sarkar S/o. Mehedi Hossain Sarkar ও Sk. Manjar Hossain Sarkar S/o. Late Sk. M. Hossain Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হয়ইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 06/04/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 5340 নং এক্সিডেন্ট বন্ডে Anup Shethi S/o. Pradip Shethi ও Anup Sethey S/o. P. Sethey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হয়ইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 06/04/23 নোটারী পাবলিক সদর, হুগলী কোর্টে 699 নং এক্সিডেন্ট বন্ডে আমি Sekh Swyed Ali (old name) S/o. Sk. Asraf Ali at Paschim Bahihatta, Pandua Hooghly-712149, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk. Soyed Ali (new name) নামে পরিচিত হয়ইয়াছি। Sk. Soyed Ali, Sekh Soyed Ali & Sekh Swyed Ali S/o. Sk. Asraf Ali উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হয়ইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 30/03/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 4828 নং এক্সিডেন্ট বন্ডে Prosenjit Banerjee S/o. Prasanta Kumar Banerjee ও Prasenjit Banerjee S/o. Prasanta Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হয়ইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 06/04/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 5334 নং এক্সিডেন্ট বন্ডে Kanchan Chandra Santra S/o. Muchiram Santra ও Kanchan Ch. Santra S/o. M. Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হয়ইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারন কে জ্ঞাত করানো হচ্ছে যে গত ইংরেজির ১৪.০৩.২০২৩ তারিখের শ্রীরামপুর এর ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট- এর আদালতের এক্সিডেন্ট মূলে আমার নাম সর্বত্র সৃজিত কুমার আগরওয়াল বলে পরিচিত হল।

E-Tender

E Tenders are invited by the Proddhan, Shikarpur Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Shikarpur, Nadia.
NIT No. 01/SGP/2023-24/CFC UNTIED, Dated- 06.04.2023. Last date of submission **17.04.2023 up to 13.30p.m.** For details please contact this office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Proddhan, Shikarpur Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলা জজ আদালত
জে. মিস নং- ২১/২০২২
শ্রী শ্রী শীতলা মাতা ঠাকুরানীর পক্ষে সেবাইত নীরদ বরন চক্রবর্তী, পিতা *কেশব চক্রবর্তী উত্তরাধিকারীগণ
শ্রী সুশান্ত কুমার চক্রবর্তী দীং

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- ডেবরা, সাকিন আবদালীপুর মোকামের সর্বসাধারণ অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে, অধীন উপরোক্ত আদালতে নিম্নের তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার প্রার্থনায় উক্ত নং মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত নং মোকদ্দমার বিরুদ্ধে আপনার বা আপনারের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিলবাবুর দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। নতুবা আইন মোতাবেক কার্য করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন
জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- ডেবরা, মৌজা- রীতগেড়া, জে.এল. নং- ২৮৭, খতিয়ান নং-৬৮, চ দাগে জল ১০০০০ অংশে ১৮ ডেঃ।

ইতি অনুমতানুসারে
Sd/- Bibhas Mondal
সেরেস্তাদার, পশ্চিম মেদিনীপুর, জেলা জজ আদালত

বিজ্ঞপ্তি

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট জজ আদালত, মেদিনীপুর প্রবেট কেস নম্বর- ০৯ / ২০২২
কৃষ্ণ কালি দে ...দরখাস্তকারী।
এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত টাউন কালোনি (তাতিগেড়িয়া) সাকিনের সর্বসাধারন অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সাকিনের মৃত উবারানী দে, রামী- চন্ডীচরন দে এর সম্পাদিত ২০.০৮.২০১৮ তারিখের উইএর প্রবেট গ্রহনের জন্য দরখাস্তকারী উপরোক্ত আদালতে উক্ত মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন।

উক্ত মোকদ্দমার বিরুদ্ধে আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।
(A) Schedule
Dist- Paschim Medinipur, under P.S. Midnapore, Mouza- Tantigiera, J.L. No-151, C.S.Kh. No-241, R.S. Kh. No-241. R.S. Plot No- 16.5 dec
অনুমতানুসারে- সেরেস্তাদার
Topas Ranjour Chaurabarty
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর।
০১-০৪-২০২৩

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলা জজ আদালত
জে. মিস নং- ২০/২০২২

মানসিংহপুর শ্রী শ্রী শীতলা মাতা ঠাকুরানীর পক্ষে সেবাইতগন
শ্রী গোবর্দ্ধ দাস দীং ...দরখাস্তকারীগণ
জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- ডেবরা, সাকিন মানসিংহপুর মোকামের সর্বসাধারণ অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে, অধীন উপরোক্ত আদালতে নিম্নের তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার প্রার্থনায় উক্ত নং মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত নং মোকদ্দমার বিরুদ্ধে আপনার বা আপনারের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিলবাবুর দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। নতুবা আইন মোতাবেক কার্য করা হইবে।

(A) Schedule
Dist- Paschim Medinipur, P.S-Debra, Mouza-Bhamoriya, J.L.No-156, Khatian No- 105, Plot No - 218, 14 dec. Out of 66 decimal. At Present Govt. Market valu Rs. 4, 28, 400/-
(B) Schedule
Dist- Paschim Medinipur, P.S-Debra, Mouz- Kankramohanpur, J.L. No-155, Khatian No-53, Plot No-98, 52 dec. Out of 1.22 acres. At Present Govt. Market valu Rs. 4, 45, 614/-

ইতি অনুমতানুসারে
Sd/- Bibhas Mondal
সেরেস্তাদার, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জজ আদালত

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট জজ আদালত টুঁচুড়া সদর
৬৭ নং- ৩৯ আইন
মোকদ্দমা- ২০২২

দরখাস্তকারী- শ্রী অনিন্দ দে, পিতা- ঠাকুর দাস দে, সাং- যুটিয়াবাজার, কালীতলা, থানা-চুঁচুড়া, পোঃ- ও জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১০৩।
এতদ্বারা সর্ব সাধারন কে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা-হুগলী, থানা-চুঁচুড়ার অন্তর্গত, যুটিয়াবাজার, কালীতলা নিবাসী শ্যামগোরা দে-র পুত্র ঠাকুর দাস দে, তাহার জীবদ্দশায় একটি উইল গত ইং- ২২/১১/২০১৫ তারিখে সম্পাদন ও ইং- ৩০/১১/২০১৫ তারিখে রেজিস্ট্রী করিয়াছেন। উক্ত উইলের প্রবেট গ্রহনকে উপরোক্ত দরখাস্তকারী অত্র মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছেন। যদি উক্ত উইল সম্বন্ধে কাহারো কোনও আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিন মধ্যে স্বয়ং অথবা তাহার ভারপ্রাপ্ত আইনজীবী দ্বারা অত্র আদালতে বক্তব্য পেশ করিবেন। নচেৎ একতরফা বিচার হইবে।

তপশীল সম্পত্তি
জেলা ও এ্যাব্রিডিন্যাল রেজিস্ট্রার অফিস হুগলী, থানা-চুঁচুড়ার সামিল, হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার অন্তর্গত, ১১ নং ওয়ার্ডের, নারায়ন রায়ের খেড় মহলার, সাবেক ৬৭/৫৩/৪৫, হাল- ১৮০ নং হোপ্টিগুড্ড, জে.এল. নং-১৯, হুগলী- মৌজায়, জিলা জরীপের- ৪৫৫ নং খতিয়ান ভুক্ত, থাা রিডিশন্যাল জরীপের- ৭৯, (উত্থাপনী) নম্বর খতিয়ান ভুক্ত তথা হাল এল. আর জরীপের- ২৮৭৭ নং আঠাশ শত সাততন নং অকুবি তথা হাল -৩৪৩৭ তিন হাজির চার শত সাইত্রিশ নং খতিয়ান ভুক্ত, ২১২ দুই শত বারো নম্বর দাগের - ১ (এক) কাঠা ০৫ (পাঁচ) হুটাক বা কমবেশী - ০.০২২ দশমিক শৃদ্য দুই দুই একর পরিমিত বাস্তু জমি মায় তদুপরিস্থিত গৃহাদি।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
শ্রী তমায় মুখার্জী
উকিলবাবু
আদালতের অনুমতানুসারে -
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
হুগলী ডিঃ ডেলিগেট জজ আদালত

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
<div> <div><div> </div></div> </div> <div> <div>উত্তর ২৪ পুরগনা</div> <div>আ্যড কানোন</div> <div>সংজ্ঞা কুমার সিং</div> <div>হোম নং-৩, বিলন নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদল, উত্তর ২৪ পুরগনা, কোন- ৮৩৬৩০ ৮৮৭২১</div> <div>ইমেইল- adconexon@gmail.com</div> </div>
<div> <div><div> </div></div> </div> <div> <div>হুগলী</div> <div>মা লক্ষ্মী জেরঙ্গ স্টেন্টার, সবণী চ্যাটার্জি, কিকানা কোস্টে ধার গুড্ড জেলা পরিদ, উড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩৩৬৮৯১৮।</div> </div>

মিছিলের গাড়ির কাঁচ ভাঙছে পুলিশ পুলিশের নক্সারজনক ভূমিকা নিয়ে সমালোচনার ঝড় রাজনৈতিক মহলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজনৈতিক দলের সভা ও মিছিলে উপস্থিত থেকে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা পুলিশ অধিকারিকদের কাজ। যদিও সোমবার হাওড়ার সালকিয়া বাঁধাঘাট মোড়ে হাওড়া সিটি পুলিশকে দেখা গেল ভিন্ন ভূমিকাতে। সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরাতে ধরা পড়ল শান্তিপূর্ণ মিছিল আটকানোর নামে হাওড়া সিটি পুলিশের গুন্ডামি। সোমবার বামদের সম্প্রীতি যাত্রার মিছিল আটকানো হয় উত্তর হাওড়ার সালকিয়ার বাঁধাঘাট মোড়ে। মিছিল আটকানোকে কেন্দ্র করে বামকর্মী সমর্থকদের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে ওই স্থানে কর্তব্যরত পুলিশ অধিকারিকরা। এই মধ্যে দেখা যায় বিনা প্ররোচনাতে মিছিলে উপস্থিত গাড়ির কাঁচ ভাঙছে কর্তব্যরত এক পুলিশ অধিকারিক। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই সমালোচনার ঝড় উঠতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহলে। যাদের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব তরাই যদি বিনা প্ররোচনাতে রীতিমতো গুন্ডামিতে নেমে আসে তাহলে আইনশ্রীঙ্খলা বজায় কে রাখবে! ইতিমধ্যেই এমনটিই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

সোমবারের মিছিলে হাওড়া সিটি পুলিশের নক্সারজনক ভূমিকা নিয়ে বলতে গিয়ে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক জানান হাওড়া কমিশনারেটের নপুংসক পুলিশ দাঙ্গাকারীদের আটকায় না। আর যারা শান্তির পক্ষে মিছিল করে তাদেরকে আটকাতে যায়। যদিও তাদের আটকাতে পারে নি। তাঁরা নিষ্টি হ্রানেই সভা করছেন। তাকেও পুলিশ আজকে ধাক্কা দিয়েছে বলেই অভিযোগ করেন সেলিম। তিনি বলেন সরকার চায় তাই দাঙ্গা আটকানো হয় না আর

দুর্ঘটনার কবলে নওশাদ সিদ্দিকির গাড়ি, অল্পের জন্য রক্ষা বিধায়কের



নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: কলকাতা যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার মুখে পড়ল ভাঙরের বিধায়ক তথা আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকির গাড়ি। ঘটনাস্থল হাওড়ার কোনো এক্সপ্রেসওয়ে। কোনো ট্রাক্কি গার্ড সূত্রের খবর, গরফা ক্রসিংয়ে বিধায়কের গাড়ি ধাক্কা মারে কন্টেনার ভর্তি একটি লরিতে। স্থানীয় সূত্রে খবর, কোনো

তৃণমূল-আইএসএফ সংঘর্ষ! বোমাবাজিতে তপ্ত জগৎবল্লভপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রবিবার রাতে হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত পোলগুস্তিয়া এলাকায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। সূত্রের খবর, তৃণমূল ও আইএসএফ কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। তৃণমূলের অভিযোগ, তাদের দলীয় কার্যালয় লক্ষ করে বোমাবাজি ও গুলি চালায় আইএসএফ কর্মীরা। যদিও শাসক দলের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে আইএসএফ।

ঘটনার সূত্রপাত রবিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ। স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে বাঁকে চেপে আইএসএফ কর্মীরা ব্যাপক হামলা চালায়। এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, জগৎবল্লভপুর এলাকার পতিহালে আইএসএফ এর কর্মিসভায় উপস্থিত ছিলেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। সভা শেষ হবার পর থেকেই বিশৃঙ্খলা তৈরি করার চেষ্টা করে আইএসএফ কর্মী সমর্থকরা, এমনই অভিযোগ ওই অঞ্চলের তৃণমূল যুব সভাপতি শেখ নিজামের। তিনি জানান, রাত আটটা নাগাদ তাঁরা দলীয় কার্যালয়ে বসেছিলেন। সেখানেই আচমকই হামলা করা হয়। ঘটনায় বেশ কয়েকজন জখম হন। এরপর আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

যদিও তাদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে আইএসএফ নেতৃত্ব। তাদের পাঠ্য দাবি, রবিবারের কর্মী সভায় যোগ দিতে আসা বেশ কয়েকজন আইএসএফ কর্মী ও সমর্থককে হুমকি দেয় স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা। পাশাপাশি সম্মেলোয়া বেশ কিছু শাসক দলের দুষ্টুতা দলবল নিয়ে তাদের উপর চড়াও হয়। যদিও ঘটনায় তাঁদের বোমাবাজি এবং গুলি চলার অভিযোগ অস্বীকার করেন।

অনুষ্ঠানে র‍্যাম্প (Ramp) ওয়াকে অংশ নেন ১১ জন মডেল। খাঁচি বাঙালির সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে পুরুষেরা ধুতি, পাঞ্জাবি এবং মহিলারা শাড়িতে এই র‍্যাম্প ওয়াকে অংশ নেন। এঁদের মধ্যে নভর কাজডেন আকাশ ভারতী, শ্রেয়সী কুণ্ডু, নবেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার রোটারি সদনে বাসন্তী পুজো উপলক্ষে হয়ে গেল ‘দুগ্ধা সহায়’ নামে এক বিশেষ অনুষ্ঠান। রবিবারের এই বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাঙালিয়ানাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়াই লক্ষ্য ছিল উদ্যোক্তাদের। এদিনের এই

জানা, অনির্ণাণ দত্ত মজুমদার অনুপম ভট্টাচার্য-সহ আরও অনেকই। বাংলা সংস্কৃতিকে বিশ্ব দরবারে তুল ধরার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগের পিছনে রয়েছে ‘প্রগতি বাংলা’ এবং অধ্যাপক ড.অরিজিৎ কুমার নিয়োগীর এলিগ্যান্স।



সরকার চায় না শান্তির পক্ষে মিছিল হোক তাই আটকাচ্ছে। সোমবারের এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক স্পষ্ট জানায় পুলিশ তৃণমূল কংগ্রেসের দলদাস হয়ে গেছে। পুলিশ চাইলে কোনো মিছিল ও সভাকে আটকাতেই পারে। সে

অধিকার তাঁদের আছে। যদিও কোনো সাংবিধানিক অধিকার পুলিশের নেই অন্য কারোর সম্পত্তি ভাঙচুর করার। অজকে মিছিলে থাকা একটি গাড়ির কাঁচ ভাঙার মধ্যে দিয়ে প্রমান হল রাজ্যের পুলিশ শাসক দলের দাসে পরিণত হয়েছে।

ঘুসুড়িতে আঙুন, নিয়ন্ত্রণে দমকলের ৩ ইঞ্জিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার ঘুসুড়ি নক্সর পাড়ায় প্লাস্টিকের সরঞ্জাম তৈরির কারখানায় সোমবার সকালে আঙুন লাগে। প্রাথমিক ভাবে স্থানীয় বাসিন্দারা আঙুন নেভানোর চেষ্টা করেন। এদিকে আঙুন দ্রুত ভয়াবহ আকার নেয়।

তবে এদিনের গোটা ঘটনায় যথেষ্টই আতঙ্কে রয়েছেন বলেই জানান আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। তার অভিযোগ দীর্ঘদিন গাড়ি চাপলেও এভাবে কোনও গাড়ি অকারণে আচমকা ব্রেক কবে না। ওই কন্টেনারটির বিস্তারিত বিবরণ পুলিশের কাছে দেওয়া আছে। তাঁরাই দত্তন্ত করে সত্যি বের করবে বলেই জানান বিধায়ক।

দমকল অধিকারিকদের প্রাথমিক ধারণা, ওই কারখানার মিটার বস্তু কেইই শর্ট সার্কিট হয়ে এমন ঘটনা ঘটে। যদিও ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের পরেই স্পষ্টভাবে জানান সম্ভব হবে। বালি ফায়ার স্টেশনের অধিকারিক গুভাশিস নাথ জানান, এলাকাটি ঘনবসতি পূর্ণ হওয়ার কারণে রাস্তা খুবই সরু ছিল। ফলে ঘটনাস্থল পর্যন্ত দমকলের ইঞ্জিন নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে ইঞ্জিন গলির বাইরে রেখেই পাম্পের সাহায্যেই প্রায় ৪৫ মিনিটের চেষ্টাতে আঙুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন দমকলকর্মীরা। এই ঘটনাতে কেউ আহত হননি।

স্থানীয় বাসিন্দা অলোক বেরা বলেন, ‘সকালে আঙুন লাগার ঘটনা ঘটার পরে থানা ও দমকলে খবর দেওয়া হয়। প্লাস্টিক কারখানাতে বিপুলতর মিটার থেকে এই আঙুন লাগার ঘটনা ঘটে। আঙুন লাগার দু’ঘণ্টার মধ্যে আঙুন নেভানোর কাজ সম্পন্ন হয়।’

শেখের শুরু হয়ে গিয়েছে। নিয়োগ-সহ অন্যান্য দুর্নীতি কাণ্ডে আগামীদিনে হয়তো দলটার মাথারা জেলে চলে যাবে। এদিন তিনি বলেন, পুকুর ভাট হয়ে প্রমোটোরি রাজ চলছে। দেহাল রাস্তাঘাট সংস্কার করা হচ্ছে না। বিরাজ মোহিনী মাতৃসদন ভেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুরসভায় নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ তালিকা প্রকাশের দাবি করলেন গাণ্ী চট্টোপাধ্যায়।

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরন, বেহাল রাস্তাঘাট সংস্কার-সহ ১২ দফা দাবিতে সোমবার বিকেলে ব্যারাকপুর পুরসভা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল সিপিএম। এদিন সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য গাণ্ী চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ব্যারাকপুর মণ্ডলপাড়া দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়। সেই মিছিল ব্যারাকপুর পুরসভার সামনে শেষ হয়। সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর সিপিএমের প্রতিনিধি দল পুরপ্রধান উত্তম দাসের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে হাজির হয়ে সিপিআইএম নেত্রী গাণ্ী চট্টোপাধ্যায় বলেন, তৃণমূলের



শেখের শুরু হয়ে গিয়েছে। নিয়োগ-সহ অন্যান্য দুর্নীতি কাণ্ডে আগামীদিনে হয়তো দলটার মাথারা জেলে চলে যাবে। এদিন তিনি বলেন, পুকুর ভাট হয়ে প্রমোটোরি রাজ চলছে। দেহাল রাস্তাঘাট সংস্কার করা হচ্ছে না। বিরাজ মোহিনী মাতৃসদন ভেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুরসভায় নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ তালিকা প্রকাশের দাবি করলেন গাণ্ী চট্টোপাধ্যায়।

কলকাতা ১১ এপ্রিল ২৭ চৈত্র, ১৪২৯, মঙ্গলবার

আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারলে আত্মহুতি দেব: ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে জেরবার রাজ্যের শাসক দল। ইতিমধ্যেই জলে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। একাধিক রাথব বোয়ালদের নাম জড়িয়েছে দুর্নীতিতে। শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ সংক্রান্ত নয়, একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে।

এবার দুর্নীতি প্রসঙ্গে মুখ খুললেন ফিরহাদ হাকিম। বিজেপি নেতা সঞ্জল ঘোষের একটি ফেসবুক পোস্টে উত্তর দিতে গিয়ে কলকাতার মেয়র বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রমাণিত হলে আত্মহুতি দেব’!

পুরসভায় নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি কাউন্সিলর সঞ্জল ঘোষ। ফেসবুক অ্যাকাউন্টে তিনি লেখেন, ‘কলকাতা কর্পোরেশনের একটি বিশেষ বিভাগে ১৪৮ জন কর্মীর চাকরি হয়েছে যাদের



মধ্যে ১১৮ জন নদিয়া বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে, ২৪ জন চেলতা বা ববি হাকিমের পাড়া থেকে আর বাকি ৬ জন ভদ্রেশ্বর বা বৈদ্যবাটি স্টেশন অঞ্চল থেকে। চিঠির তলায় নাম আছে মিউনিসিপ্যাল সচিবের। আমি তাঁর

কাছ থেকে জবাব চাইব শুধুমাত্র এই তিনটে পাড়ার মানুষ এই ১৪৮টি পদের জন্য চাকরির দাবি করেছিলেন? বাংলার অন্য কোনও প্রান্তের মানুষ কি এই চাকরি করার উপযুক্ত ছিলেন না? নাকি আজকাল যা টিভিতে দেখছি খবরে কাগজে

পড়ছি, সেই রকম কোনও গল্প এখানে আছে, সেক্রেটারি মশাই ও মেয়র জবাব দিন।’

সঞ্জল ঘোষের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পাল্টা মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, ‘এই সব নিয়ে আমি কিছু বলব না। কারণ নোংরামি হচ্ছে। যে

পরীক্ষা দিয়েছে সে চাকরি পেয়েছে। আমি কী করে বলব? যে দিন ববি হাকিমের বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতি প্রমাণ হবে সেদিন সিবিআই-এর প্রয়োজন হবে না। আমি নিজের আত্মহুতি দিয়ে দেব।’

প্রসঙ্গত, এই প্রথম নয়, এর আগে পুরসভার বালতি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন সঞ্জল ঘোষ। একটি পোস্টে বিজেপি নেতা লিখে ছিলেন, ‘কলকাতার মানুষ দুটি করে গুজরতি বালতি পেয়েছেন। আমি বালতির সঙ্গে একটি বিলও পেয়েছি। এক একটি বালতির মূল্য মাত্র ১১৩ টাকা। তাও আবার জিএসটি ছাড়া। দাম শোনার পর দয়া করে এর ব্যবহার বন্ধ করে মেয়র বিয়েতে যৌতুক হিসেবে তুলে রাখবেন না।’ এরপর মেয়রকে উদ্দেশ্য করে তিনি প্রশ্ন করেন, কত টাকার বালতি এসেছে আর বালতি করে মেয়র এবং অধিকারিকদের ঘরে কত কোটি টাকার কটম্যানি এসেছে তা নিয়েও।

চাকরি দেওয়ার নামে ৪০ কোটি তুলেছে অয়ন, তথ্য ইডির হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একাধিক পুরসভায় চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে ৪০ কোটি টাকা তুলেছে নিয়োগে দুর্নীতিতে ধৃত অয়ন শীল। তদন্তে ইডির হাতে এল এমনই বিবরণের তথ্য। ইডি সূত্রে খবর, জেরায় অয়ন বলেছেন, সেই টাকার সবটা পাননি। এই বিপুল পরিমাণ টাকার ২০ থেকে ২৫ শতাংশ অর্থাৎ ৮ থেকে ১০ কোটি টাকা অয়ন কমিশন হিসেবে পেয়েছেন। বাকি টাকা পুরসভার প্রভাবশালীদের কাছে গিয়েছে, এমনটাই নাকি জানিয়েছেন অয়ন। একইসঙ্গে ইডি-র তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, অয়ন শীলকে জেলা কোর্টে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রভাবশালীদের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেই তালিকা ধরে আগামী দিন তাঁদেরও ডাকা হতে পারে।



জানতে পারেন ইডি-র অধিকারিকেরা। এদিকে অয়নের এই প্রেপ্তারির পর আললতে ইডি দাবি করে যে ‘সোনার খনি’-র হদিশ পাওয়া গিয়েছে। অয়নের বাড়ি থেকে রাজা ৬০টি পুরসভার নিয়োগ সংক্রান্ত নথিও উদ্ধার করে ইডি। অয়নকে জেরা করে আগামী দিন অন্য কোনও নতুন তথ্য সামনে আসে কি না, সেটাই এখন দেখার।

অন্য দিকে, ইডির পাশাপাশি নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে গতি আনতে কোমর বেঁধে তদন্তে নেমেছে সিবিআইও। ৭ সদস্যের বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে বলে সূত্রে খবর। সিবিআইয়ের এই টাস্ক ফোর্সের সদস্যদের দ্রুত নিজাম প্যালেসের দুর্নীতি দমন শাখার দপ্তরে যোগ দিতে বলা হয়েছে। নতুন টাস্ক ফোর্সে এসপি পদমর্যাদার ১ জন ও ডিএসপি পদমর্যাদার ৩ জন অফিসার রয়েছেন।

নতুন মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসাবে শপথ নিলেন বীরেন্দ্র



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের নতুন মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসেবে সোমবার শপথ নিলেন রাজা পুলিশের প্রাক্তন মহা নির্দেশক বীরেন্দ্র। রাজভবনে এক অনুষ্ঠানে রাজপাল সিভি আনন্দ বোস তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। বীরেন্দ্র আগামী তিন বছরের জন্য নতুন মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসেবে শপথ নিলেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারি বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের শুরুতে নতুন মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসেবে বীরেন্দ্রের নাম চূড়ান্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথা অনুযায়ী বিরোধী দলনেতার উপস্থিতি থাকার কথা থাকলেও তিনি বৈঠকে ছিলেন না। মুখ্যমন্ত্রী এবং পরিবদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে বীরেন্দ্রের নাম চূড়ান্ত হয়ে যায়। তারপরে তা রাজ্যপালের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। রাজপাল সেই ফাইলটিকে অনুমোদন করেছেন গত ৬ মাসের বেশি সময় ধরে রাজ্যের মুখ্য তথ্য কমিশনারের পদ খালি পড়ে ছিল। এবার সেখানে প্রাক্তন ডিজি বীরেন্দ্রকে নিয়োগ করা হল।

বীজপুর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গত ৬ এপ্রিল বালুরঘাটে তপন বিধানসভা কেন্দ্রের কয়েকজন মহিলা তৃণমূল ছেড়ে গেরজা শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন। ৭ এপ্রিল চার জন আদিবাসী মহিলা ফের তৃণমূলে ফিরে আসেন। অভিযোগ, দলবদলের শাস্তি স্বরূপ তৃণমূল কর্তৃপক্ষ ওই চার জন মহিলাকে বালুরঘাট শহরের রাস্তায় দণ্ডি কাটায়। আর এই ঘটনা ঘিরে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি।

এই অমানবিক ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার বিকেলে বীজপুর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। এদিন বিজেপির ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার তরফে কাঁচড়াপাড়া সিটি লাইফের

বালুরঘাটে দণ্ডি কাণ্ডের প্রতিবাদ

সামনে থেকে প্রতিবাদী মিছিল বেরিয়ে থানার সামনে শেষ হয়। সেখানে কিছুক্ষন বিক্ষোভ চলার পর থানার অধিকারিকের কাছে তাঁরা স্মারকলিপি জমা দেন। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদিকা ফাহুদী পাণ্ড, ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক পল্লবকান্তি দাস, জেলার অফিস সম্পাদক প্রণব মণ্ডল, জেলার এসটি মোর্চার সভাপতি বরুণ সর্দার, জেলার যুব মোর্চার সভাপতি বিমলেশ তেওয়ারি,



মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পিয়ালী দুনে-বহ অম্মা নেতৃবৃন্দ।

বিজেপি নেত্রী ফাহুদী পাণ্ডের দাবি, বালুরঘাটে আদিবাসী মহিলাদের দণ্ডি কাটানোর ঘটনা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে হার মানিয়েছে

দলনেত্রী যা বার্তা দেবেন সেটাই শুনে চলতে হবে: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ‘দল কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়। পঞ্চায়েতের প্রার্থী হবে ইলেক্টেড, সিলেক্টেড নয়।’ অর্থাৎ মানুষ যাকে চাইবে তিনিই প্রার্থী হবেন। আর নামের তালিকা চূড়ান্ত করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা সিদ্ধান্ত নেবেন সেই অনুযায়ী সকলকে চলতে হবে।’ পঞ্চায়েত নির্বাচনের দোরগোড়ায় দড়িভে ভাটুরাল বৈঠক থেকে এমনই কড়া বার্তা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক

তিনি। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জানান, ‘২০১৮ আর ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটে অনেক ফারাক। বিধায়করা বসে বসে রাছাইয়ের মতো করে ভোট হবে এই পঞ্চায়েতে। রাজনৈতিক সবকিছু দল গণতান্ত্রিক ভাবে প্রার্থী, মনোনয়ন দেবে। লোকসভা, বিধানসভায় যেভাবে ভোট হয়েছে সেভাবে হবে। যেখানে বিরোধীরা মনোনয়ন দিতে পারবে না, প্রয়োজনে আমরা দাঁড়িয়ে থেকে মনোনয়ন জমা করাব।’

এরই পাশাপাশি দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও স্পষ্ট নির্দেশ অভিষেকের। জানান, ‘সকলের সঙ্গে আলোচনা করে নাম পাঠান। এমন কিছু নাম এসেছে যাদের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ আছে। দল তাঁদের প্রার্থী করবে না। করে খ ১০য়ার জায়গা পঞ্চায়েত নয়। আপনাদের থেকে প্রাপ্ত তালিকা আমরা নেত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেব।’ শুধু তাই নয়, এদিনের এই ভাটুরাল বৈঠকে অভিষেকের কাছে ধমক খেতেও দেখা যায় উত্তরবঙ্গের দুই দাপুটে তৃণমূল নেতা উদয়ন গুহ



এবং রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে। অভ্যন্তরীণ কোন্দল, দলীয় কাজে অবহেলার মতো একাধিক ইস্যুতে এই দুই বখায়ান নেতাকে কড়া বার্তা দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক। শুধু এরা দুজন নয়, অন্যান্য পদাধিকারীদেরও নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা মিটিয়ে ফেলার ডেডলাইন বেঁধে দেন তিনি। পাশাপাশি খঁশিয়ারি দিয়ে জানান, সমস্যা না মিটলে পদাধিকারীদের সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। এবই রেশ ধরে অভিষেক জানান, ১৪

এপ্রিলের দুপুর ১২টার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি তৈরি করতে হবে। ১৭ তারিখের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ব্লক কমিটি ও ২৪ তারিখের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ অঞ্চল কমিটি তৈরি করতে হবে। অভিষেক বলেন, ‘যে পদাধিকারী ইগো নিয়ে বসে থাকবেন বা ছোটখাটো সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না তাঁরা দল ছেড়ে চলে যান।’ ব্লক সভাপতিদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে জানান যে, ‘আজ্ঞা, আপনারা বৃথ কমীদের খোঁজ কেন রাখেন না? প্রত্যেক এদিন ১০০ দিনের কাজে বাংলাকে বঞ্চনা নিয়েও আমজনতকে বার্তা দিতে বলেন অভিষেক। এই প্রসঙ্গে অভিষেক জানান, ‘বাংলা একমাত্র রাজ্য, যার সঙ্গে বঞ্চনা করা হচ্ছে। মানুষের কাছে গিয়ে বোঝান, বিজেপি হেরে গিয়ে টাকা আটকে রেখেছে।’ সঙ্গে এও জানান, ১০০ দিনের কাজে বঞ্চিতদের নিজের হাতে প্রধানমন্ত্রী ও প্রাণোদায়ন মন্ত্রীকে চিঠি লিখতে হবে। ইদের পর ২৪ তারিখ থেকে ২৫ মে পর্যন্ত স্বাক্ষর গ্রহণ চলবে। প্রত্যেক বৃথ থেকে, প্রত্যেক অঞ্চল থেকে এই চিঠি লেখা হবে। প্রসঙ্গত, অন্তত দেড় কোটি স্বাক্ষর ও ২ লক্ষ মানুষকে নিয়ে রাজ্যের পাণ্ডনা আশায় করতে দিল্লি যাবেন অভিষেক। এই প্রেক্ষিতে তাঁর ঘোষণা, ‘টাকা আদায় করেই ছাড়ব।’

‘আই লাভ কেওড়তলা মহাশ্মশান’ ফোক ছবিতে ক্ষুব্ধ মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দার্জিলিং হোক বা চন্দননগর, কিম্বা অন্য কোনও জায়গা, আই লাভ দার্জিলিং, আই লাভ চন্দননগর লেখা ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় এই লেখাগুলো সেলফি জেন হয়ে উঠেছে।



কিন্তু তাই বলে ‘আই লাভ কেওড়তলা মহাশ্মশান’! এরকমই একটি লেখার ছবি ছড়িয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সম্প্রতি কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে গুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন শহরে এই ধরনেরই লেখা চোখে পড়ে। একই ধাঁচেই লেখা বসানো হয়েছে শ্মশানের সামনে! তা নিয়ে চড়ছে মজার পারদ। কেউ আবার বলছেন শ্মশান নিয়েও ছেলেখেলা!

প্রাথমিক ভাবে এমনটা মনে করা হলেও, একটু সময় গড়াতেই বোঝা যায়, এই লেখা সত্যি নয়। কেউ বা কারা ফোটাশপ করে এই কাজ করেছে। সোমবার সাংবাদির বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়ে দিলেন সেই কথাই। বলেন, পুরো ঘটনাটিই মিথ্যা। যারা এই কাজ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার

কথাও বলেন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কেউ একটা ছড়িয়ে দিয়েছে বাস। আসলে এটা হয়নি বলছে, মিথ্যা কথা। শ্মশানকে কেউ ভালোবাসি বলতে পারে, যেখানে মানুষের জীবন শেষ হয়ে যায়? মর্মে মর্মে মানুষ সেই যন্ত্রণা উপলব্ধি করে। এমন কোনও পরিবার নেই, যাদের কোনও না কোনও দিন অন্তত শ্মশানে যেতে হয়নি। তাই সেই শ্মশান নিয়েও উৎসব করে, তাদের আমি ধিকার জানাই ধিকার জানাই ধিকার জানাই। আমি সিপি-কে বলব এই নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করতে।’

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষেপ খবর নিয়েও সরব হন। তিনি অভিযোগের সূত্রে বলেন, ‘কাল ফোক মিডিয়ায় একাংশ অনেক ফোক মিডিজ চালাচ্ছে, হেট স্পিচ দিচ্ছে। আমি হেট স্পিচ অ্যালাও করব না। তোমরা আমায় গালাগালি দাও, ঠিক আছে। কিন্তু হেট স্পিচ অ্যালাও করব না।’ সোমবার সকাল থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরতে শুরু করে ক্যাণ্ডডাতলা মহাশ্মশানের ওই ছবি। সেখানে দেখা যাচ্ছে কেওড়াহালা শ্মশানের সামনে লেখা ‘আই লাভ ক্যাণ্ডডাতলা’। এই বিষয় নিয়ে যে আগে থেকে মুখ্যমন্ত্রী কিছু জানতেন না। প্রশ্ন করা হলে তিনি স্পষ্ট করে দেন, এই ঘটনা সত্য নয়।

সরকারি কর্মীদের ধরনা মঞ্চ নিয়ে আপত্তি জানিয়ে আদালতে সেনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহিদ মঞ্চে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে আন্দোলনকারীদের ধরনা মঞ্চ নিয়ে আপত্তি জানিয়ে এবার আদালতের দ্বারস্থ সেনা। এই বিষয়ে আগেই দায়ের হয়েছে মামলা। এবার এই মামলার শুনানির আশ্বাস মিলেছে আদালতের তরফে। শহিদ মঞ্চে ডিএ-র দাবিতে আন্দোলন করছে সরকারি কর্মীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ।

সেনার বক্তব্য, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মাহার অনুমতিতে শহিদ মিনারের অবস্থানে বসেছিলেন সরকারি কর্মীরা। সেটা সেনার জায়গা। তবে তাঁদেরও অবস্থানের সময় বেঁধে দেওয়া ছিল। এদিকে নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষ হওয়ার পরেও আন্দোলনকারীরা ওই জায়গা ছাড়েনি বলে অভিযোগ সেনাবাহিনীর। আদালতের দেওয়া সময়সীমা উল্লংঘন হয়ে যাওয়ার পরও ওই জায়গা দখল করে লাগাতার অবস্থান চালাচ্ছেন

সরকারি কর্মচারীরা। গত ৭৪ দিন ধরে শহিদ মিনারের পাদদেশে মঞ্চ বেঁধে এই আন্দোলন চলছে তাঁদের। এবার সেখান থেকে আন্দোলন মঞ্চ সরানোর দাবি তোলা হল সেনাদের তরফ থেকে। যদিও আন্দোলনকারীদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ‘আমরা কোর্টের কাছে অনুমতি নিয়েই নিজেদের দাবি তুলে ধরতে শহিদ মিনারের পাদদেশে ধরনায় বসেছি। এখন আদালত যা বলবে সেটাই

হবে। তবে আন্দোলন তাতে থেমে থাকবে না।’ অন্য দিকে, রাজধানীতে পৌঁছে গিয়েছে ডিএ আন্দোলনের আঁচ। কেন্দ্রীয় বকেয়া ডিএ-এর দাবি যন্ত্রনান্তরে দুদিন ব্যাপী অবস্থান বিক্ষোভে ডিএ আন্দোলনকারীরা। ১০ ও ১১ এপ্রিলের এই ধরনায় সামিল হতে সোমবার সকালেই দিল্লি পৌঁছেছেন প্রায় ৩০০ রাজ্য সরকারি কর্মচারী। অফিসে ছুটি নিয়েই আন্দোলনে শামিল রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা।

ফের বিতর্ক যাদবপুর ফেস্টে, বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুরের ফেস্ট নিয়ে বিতর্ক যেন থামতেই চাইছে না। প্রথমে শধের দৌরাভা নিয়ে অভিযোগ করেন কবি শ্রীজাত। তা নিয়ে বিস্তর লেখালেখি ও হয় সোশ্যাল সাইটে। তবে এবার যে অভিযোগ সামনে এল তা অত্যন্ত লজ্জার। ফেস্ট চলাকালীন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যত্রতত্র স্টল তৈরি হওয়ার জেরে চলাফেরায় অসুবিধা হচ্ছে এমন অভিযোগ জানিয়ে ক্যাম্পাসেরে দুস্থিহীন পড়ুয়ারা সরব হন রবিবার। এর জেরে তাঁদের মারধরের অভিযোগ উঠল। এক সম্পর্গ দুস্থিহীন পড়ুয়ার গলা টিপেও ধরা হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। আর তারই প্রতিবাদে ফেস্ট চলাকালীন ক্যাম্পাসেরে রাস্তা অবরোধ করেন বিশেষ ভাবে সক্ষম পড়ুয়ারা।



দুস্থিহীন পড়ুয়াদের সংগঠন এক্সেসডির অভিযোগ, রবিবার বিকেলে হস্টেলে থাকা কয়েকজন দুস্থিহীন পড়ুয়া হেঁটে যাচ্ছিলে দুস্থিহীন পড়ুয়ারা স্টলটি থেকে কিছু জিনিস নিয়ে হাটছিলেন। কিন্তু পথের ধারে ছিল অজস্র স্টল। ফেস্ট উপলক্ষে ব্যবসা করার জন্য এই স্টলগুলি খোলা হয় বলে জানান এক্সেসডি-র সদস্যরা।

একটি স্টলে প্রথমে থাকা লাগে বাংলা বিভাগের সম্পূর্ণ দুস্থিহীন এক পড়ুয়ার। স্টলটি থেকে কিছু জিনিস পড়ে যায়। পড়ুয়াদের থেকে তখন ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু পড়ুয়ারা জানান, এটা তাঁদের ক্যাম্পাস। তাঁরা চলাফেরা করবেনই। ক্ষতিপূরণ

নিরাপত্তা দেখা তাঁর কাজ নয়। এদিকে এর আগে শনিবার রাত প্রায় একটা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে তারস্বরে লাউউপ্পকার বেজেছে বলে অভিযোগ উঠেছে আগেই। এর ফলে একটা সময়ে কোয়ার্টার ছেড়ে শিক্ষক-শিক্ষিকমীরা বেরিয়ে আসতে বাধ্য হন। জুটার সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায় উপাচার্যকে এই ঘটনা জানিয়ে একটি ই-মেলে করেন বলে থেকেও অভিযোগ পাওয়ার পর উপাচার্য সুরঞ্জন দাস জানান, ‘এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। আমি এলাকার বহু বিশিষ্ট নাগরিকের থেকে অভিযোগ পেয়েছি। সহ-উপাচার্যকে বলছি এ নিয়ে হাত্রহাত্রীপের সঙ্গে দ্রুত কথা বলতে।’ এদিকে মুখে কুলুপ ফেঁটসু-র।

সম্পাদকীয়

অস্বীকার করা যায় না, অন্য রাজ্যগুলোর চেয়ে পেনশন ও ফান্ডে ডিএ নিয়ে এ রাজ্যের অবস্থা ভালো

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি বলেছেন যে, একমাত্র এই রাজ্যেই পেনশন দেওয়া হয় এবং পেনশন না দিলে ২০ হাজার কোটি টাকা বেঁচে যায়। এই প্রসঙ্গে জানাই যে, আমাদের দেশে সব রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এই মুহূর্তে পুরনো পেনশন প্রকল্পে পেনশন দিচ্ছে, কারণ নতুন পেনশন প্রকল্প ২০০৪ সালের জানুয়ারি থেকে চালু হয়েছে, এবং ২০২৪-এর জানুয়ারি মাসে ২০ বছর পূর্ণ হলে তবেই কোনও কর্মীর স্বেচ্ছা অবসর নেওয়ার অধিকার জন্মাবে। কিন্তু নতুন পেনশন প্রকল্পের শর্ত অনুযায়ী, ডিআরএস-এর ক্ষেত্রে পেনশন ফান্ডে জমা টাকার ৮০% কেটে রেখে মাত্র ২০% টাকা কর্মচারীর হাতে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, ২০ লক্ষ টাকা ফান্ডে জমা হলে (কর্মীর ১০ লক্ষ + সরকারের অনুদান ১০ লক্ষ) ১৬ লক্ষ টাকা কেটে রেখে মাত্র ৪ লক্ষ টাকা কর্মীর হাতে দেওয়া হবে। অন্য দিকে, কর্মী ৬০ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করলে ৮ লক্ষ টাকা কেটে ১২ লক্ষ টাকাই তাঁর হাতে দেওয়া হবে। ফল, ২০০৪ সাল থেকে যাঁরা চাকরিতে ঢুকছেন, তাঁরা প্রায় কেউই স্বেচ্ছাবসরের পথে যাবেন না। প্রত্যেকে অন্তত ৩৫-৩৬ বছর চাকরি করার পর ২০৪০ সাল নাগাদ অবসর নেওয়া শুরু করবেন। অর্থাৎ, যে সব রাজ্য নতুন পেনশন প্রকল্প গ্রহণ করেছে, সেই সময়ে তাদের আর পেনশনের বোঝা বইতে হবে না। তারা কর্মীদের কাছ থেকে যে টাকা কেটে রাখছে, সেই টাকা শেয়ার বাজার ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করে যে মুনাফা হবে, তার থেকেই পেনশন দেবে। আর এখানেই সব রাজ্যে সরকারি কর্মীদের ক্ষোভ। কারণ, সেটা অনিশ্চয়তায় ভরা। আর সেই সময়ে যে সরকার আমাদের রাজ্যে ক্ষমতায় থাকবে, তাদের তখনও একই ভাবে পেনশনের বোঝা বইতে হবে। তবে এটা আমাদের রাজ্যে সরকারি কর্মীদের একটা বড় প্রাপ্তি। বর্তমানে অন্য রাজ্যগুলি যেমন পুরনো কর্মীদের পেনশন, নতুন কর্মীদের জন্য প্রতি মাসে পেনশন ফান্ডে অনুদান ও সর্বোপরি কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিতে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমাদের রাজ্য সরকার যে অনেকটাই স্বস্তিতে রয়েছে, সেটা অস্বীকার করার জায়গা নেই।

জন্মদিন

আজকের দিন



যামিনী রায়

১৮৮৭ বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী যামিনী রায়ের জন্মদিন।

১৯৪১ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রভিনেত্রী সন্ধ্যা রায়ের জন্মদিন।

১৯৫১ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রভিনেত্রী রোহিনী হাভাসিনীর জন্মদিন।

সম্পাদকীয়

৫০ বর্ষ পূর্তিতে সেলফোনের জনকের আফশোস ও ফেসবুকে তার বাস্তবতা

স্বপনকুমার মণ্ডল

সম্প্রতি সেলফোনের জনক মার্টিন কুপার তাঁর আবিষ্কার নিয়েই দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে সেলফোনের মাত্রাতিরিক্ত অপব্যবহারে তাঁর আফশোস যেন, ‘কেন যে মোবাইল আবিষ্কার করলাম!’ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ বছর সেলফোন আবিষ্কারের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হল। ১৯৭৩-এর ৩ এপ্রিল মার্টিন কুপার প্রথম মোবাইল কলে ফোন করেন,তিনিই তার সস্ত্রী। বিগত পঞ্চাশ বছরে মোবাইলের ব্যবহার যেভাবে মানুষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে,তাতে আবিষ্কারকের ভূষ্ট হওয়ার চেয়ে অনুশোচনাই তাঁকে বিরত করেছে। আসলে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে মোবাইল আসক্তি সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। কমবিমুখ মনে সারাক্ষণ মোবাইল ফোনে বঁদু হয়ে থাকার প্রবণতায় মার্টিন কুপার সখেদ অভিমত নানাভাবেই প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে। রাস্তা পার হওয়ার সময়ও মোবাইলের স্ক্রিনে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। এতে অসংখ্য পথচারীর মৃত্যুতেও ঈশ না ফেরার কথা বলে ক্যালিফোর্নিয়ার ডেল মারে অফিসে বসে ৯৪ বছর বয়সী মার্টিন কুপার আসলে মোবাইলের ভয়াবহ পরিণতিকে স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন। সারা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার বাসনায় যখন মুঠোফোনের মধ্যে বর্ণরঙিন হাতছানি দেয়,তখন তার মনোহরা আতিথ্যের তীর আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই আসক্তিতে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে নখদর্পণে বিশ্বদর্শনের কল্পনা যেমন মুঠোফোনে বাস্তবায়িত হয়, তেমনিই সুবর্ণ সুযোগের মোহে দিশেহারা প্রথিকে বিপথগামী করে তোলে। আশ্রয় যখন প্রশংসনীয় হয়ে ওঠে, তখন পরনির্ভরতা আপনাতাই বেড়ে যায়। প্রশ্রয় যখন পরম নির্ভরতা লাভ করে,তখন প্রতিবদ্বিত্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। মুঠোফোনের বহুমুখী আশ্রয়,প্রশ্রয় ও তার পরম নির্ভরতায় সেই প্রতিবন্ধী প্রকৃতি স্বাভাবিক ভাবেই সবুজ ও সজীবতা লাভ করে। সেখানে রিয়াল ওয়ার্ল্ডের বিমুখতাই ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডকে আপন করে তোলে। কেননা তাতে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার হরেক আয়োজন, রকমারি আমন্ত্রণ,বিচিত্র প্রকাশের আকাশ অবিরাম হাতছানি দিয়ে চলে। এভাবে মুঠোফোনের মধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে বা সোশ্যাল মিডিয়া গড়ে উঠেছে। ফেসবুক,হোয়াটসঅপ, ইউটিউব, টুইটার,ইনস্টাগ্রাম, নেটফ্লিক্স, লিঙ্কএড আরও কত কী! সেখানে ফেসবুকের রাজত্ব সারা পৃথিবী জুড়ে। অথচ তার মধ্যেও অন্ত্যজ অন্ধকারের ভয়াবহ পরিণতি ও পেতে থাকে। মার্টিন কুপারের অসুখী অনুশোচনা সেখানেও সমান সক্রিয়, বিস্তারও বেপরোয়া।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেসবুকের জুড়ি মেলা ভার। আমজনতার মুখপত্র থেকে মুখপাত্র সব ভূমিকাতেই তার দিগন্তবিস্তারী মোহময়ী হাতছানি। সবার সমান সমাদর, সকলের সমান সুযোগ। ফেসবুকের এই গণতান্ত্রিক বিস্তারই তার মূলধন। সেখানে বয়সে বা সম্পর্কে যে বাইহোক,সকলের একটাই পরিচয় সবাই সবার বন্ধু। এরকম উদার আকাশে সকলেই স্বচ্ছন্দে ইচ্ছেডানা মেলে দিতে পারে,পাড়ি দিতে পারে দেশ-দেশান্তরে। শুধু তাই নয়, ইচ্ছেমতো নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ,নিজস্ব মতামত গড়ে তোলার অবকাশ। আবার তাতেই প্রতিবাদ করার বা জানানোর,সহমত পোষণের বা বিরোধিতার কত বিচিত্র আয়োজন! লাইক কমেন্ট,ইমোজি,ছবি,ভিডিও কত ভাবেই তার ভাব প্রকাশ পায়। সেলিব্রিটিদের মতো নিজেকে দেখানো, শুভেচ্ছা জানানো সবই সচিচ আপডেটে এলাহী আয়োজন। প্রতি মুহূর্তে সবার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করার উন্মুক্ত পরিসরই শুধু নয়,অন্যকে চেনাজানার আনন্দপজার তার পথে পরতে। নিঃসঙ্গতার



রুদ্ধ দুরার খুলে বন্ধুত্ব যাপনের অনন্ত অবকাশ তার হাতের মুঠোয়। দেখা-দেখানো,শোনা-শোনানো, জানা-জানানোর নিতানতুন উৎসব তার লেগেই আছে। কথাযাপনের পথ বেয়েই তার শিল্পসাহিত্যের চর্চা,লাইভ অনুষ্ঠান সম্প্রচার সবকিছুই একই আধারে,একই পরিসরে। বিনে পয়সায় প্রীতিভোজের আনন্দ তার অবয়ব জুড়ে। সেখানে আধুনিক জীবনে ভোগবাদী মানুষের নিঃসঙ্গতার হাহাকার শোনা যায় না,বরং নিঃসঙ্গতা যাপনের বিচিত্র ও বিপুল আনন্দ উদযাপনের মোহ মনকে আবিষ্ট করে রাখে অবিরত। সময় যে কীভাবে চলে যায় তার সঙ্গে কেউ বুঝতেই পারে না। বিস্ময়কর হাতছানি এই ফেসবুকের। সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষের একাকিত্বে ফেসবুকেই জনসংযোগে বিকল্প সমাজের হাতছানি জাগিয়ে তোলে। কোনো শাসন নেই, চোখ রাঙানি নেই, মেনে চলার বলাই নেই তার। উল্টে অবাধ স্বাধীনতা,অবারিত উপভোগের হাতছানি। শুধু তাই নয়, কোলাহলমুখর আমজনতার মাঝেও নীরবে নিভুতে একান্ত আপন করে খুঁজে পাওয়ার বর্ণরঙিন মানসদর্পণ।

বাইরের চোখ যখন বন্ধ হয়ে আসে,মনের চোখে তখন ফেসবুকে জেগে ওঠে। এভাবে আঙুলের ডগা দিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নেওয়ার অকল্পনীয় আনন্দ স্বাভাবিক ভাবেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপামর জনতার মধ্যে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে মানুষের সঙ্গী হয়ে ওঠে ফেসবুক। তার নিজস্ব ফেস না থাকলেও অন্যের ফেসের ভালু দেয়,বুক না হলেও বুকের মধ্যে জাকিয়ে বসে। সবদিক থেকেই তার বিপুল জনপ্রিয়তায় সবদা মাধ্যমও তাতে জুড়ে গেছে। সেখানে তাৎক্ষণিক প্রভাব বা প্রতিক্রিয়ায় আজ ফেসবুকের দেওয়ালে সবার নজর। সেদিক থেকে বিশ্বায়নের ভূনগ্রামের নিবিড় হাতছানি আজ ফেসবুকের সংযোগে আরও কাছের মনে হয়। সংবাদপত্রের চেয়েও তার তীর গতি, পাঠকের সংখ্যাও তার বিপুল। অন্যদিকে চকিধ খণ্ডটি তার সচল ঘটনাপ্রবাহে নিজেকে সামিল করার অনন্ত অবকাশ। নিজেকে খুঁজে পাওয়ার অবিরত ও অবিরত অভূতপূর্ব সুযোগে ফেসবুকের নীরবে সরব প্রকৃতি আপনাতাই মুখর। বাইরের প্রতিকূল জগতই তার ভার্চুয়াল জগতে আরও আন্তরিক করে তুলেছে। ঘরের দরজা বন্ধ হলেও মনের দরজায় ফেসবুকের সচল হাতছানি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এজন্য একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষে সারা পৃথিবী জুড়ে করোনার সর্বব্যাপী বিপর্যয়ের মধ্যেই তার প্রভাব আরও তীর ভাবে

লক্ষ করা যায়।

২০২০-এর মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে যখন চারিদিকে ঘরের দরজা জানলা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল,মনের জানলায় আলোর অভাব জাকিয়ে বসেছিল,তখন ফেসবুকের সদর দরজা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আমাদের। ফেসবুকে যে অবিরত দ্বার। মনের পৃথিবী ফেসবুকে মিশে গেল। বাইরের দৃষ্টি তখন ফেসবুকের সচল প্রবাহে ভেসে চলেছে। যার কেউ নেই,তার ভগবান থাকার মতোই ফেসবুকে স্বপ্নবীলাস। কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই কোথাও। আর এখানেই তার ট্র্যাজেডির বীজ ছড়িয়ে পড়েছে। স্বাধীনতা যখন স্বেচ্ছাচারিতার মিলিয়ে যায়, তখন তার বিকার ও বিকৃতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে নিজেকে মেলে ধরার,ভুলে ধরার,খুলে বলার নিবিড় হাতছানিই শুধু অস্থিরতা সৃষ্টি করে বিসম প্রতিযোগিতাকে ব্যয়ে আনে না, সেই তীর বিসম প্রতিযোগিতায় হারিয়ে যাওয়ার অবকাশও রচনা করে। ফেসবুকের খল্লামখল্লা প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রচার,আত্মপ্রচার,অপপ্রচার, বিচারেরনামে অবিকার,কুৎসা-নিন্দা প্রভৃতির আচার পেয়ে বসে। শুধু তাই নয়, দেখান্দারির ঠেলায় দেখানোখির খেলা জমে যায়। ফেসবুক হয়ে ওঠে ফেকবুক,আত্মপ্রকাশ হয়ে যায় আত্মবিকার। কারও কাছে তা ‘ফেয়ার এন্ড লালিস’, আবার কারও কাছে ‘ফিয়ার এন্ড ফায়ার’। লাইকের অভ্যাসে মূর্তের প্রতি শোকের পরিবর্তে তার মৃত্যুতেই লাইক পড়ে,দুঃসংবাদেও লাইকের ছড়াছড়ি। ফেক নিউজের ঠেলায় প্রতারণা শিকার হওয়া তার দৈনন্দিন ব্যাপার। সহজ বন্ধুত্বের সুযোগে যেমন কত সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তেমনিই গড়ে তোলা সম্পর্কও বাস্তবের মাটিতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আত্মবিজ্ঞাপনে আসল-নকল চেনাই দায় সেখানে। ফলে সন্দেহ থেকে অবিশ্বাস, অবিশ্বাস থেকে মনের বিকার স্বাভাবিক হয়ে আসে। অন্যদিকে ইচ্ছেমতো প্রকাশ করার সুযোগে দুর্যোগ নেমে আসে। অতৃপ্ত মনের কামনা-বাসনা আর লালসার আবর্জনার স্তূপে মনের মন্দিরটি আপনাতাই ঢাকা পড়ে যায়। প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার হিসেবে গড়মিল তাই অনিবার্য হয়ে ওঠে। চাহিদার চাপে ফেসবুকেও যন্ত্রণার আর্চ চাঁককার শোনা যায়। সেক্ষেত্রে তার মধ্যে অতৃপ্ত মনের পুষ্টিগন্ধময় ডাউববিনের দুর্গন্ধ তাই অস্বাভাবিক মনে হয় না। সেখানেই শেষ নয়,যা মনে হয়েছিল স্বপ্নপূরণের হাতছানি,তাই অচিরেই দৃঃস্বপ্নের পরানি হয়ে ওঠে।

ফেসবুকের রঙিন আলোতে মুখ দেখাতে এসে মুখ লুকানোর আতঙ্ক মনে চেপে বসে। সেখানে যে পরতে

পরতে হারিয়ে যাওয়ার ভয় তাড়া করে। নিজেকে দেখানোর সুযোগ যেমন তার অবাধ, তেমন তা না দেখেও উদাসীন থাকাও অন্যের ইচ্ছাহীন। সেক্ষেত্রে উপেক্ষার নিষ্ঠুরতা সবচেয়ে বেশি কষ্টের কারণ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে স্বজনের উদাসীন উপেক্ষা হীনমন্যতার জন্ম দেয়। সেখানে পরিচিত জনের লাইক না পাওয়াও মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়,তার চেয়েও তীব্র হারিয়ে যাওয়ার ভয়। আসলে প্রত্যেকের দেখনদারির মধ্যে থাকে নিজের সাফল্য প্রদর্শনের অহেতুক বাতিক, অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্বে আত্মজাহিরের রকমফের। সেগুলো প্রতিদিনই তখন সাফল্যের, উৎকর্ষের ও উত্তরণের ভিড় দেখার ফলে মনের মধ্যে ব্যর্থতায় হীনমন্যতাই শুধু জেগে ওঠে না,ভয়ঙ্কর বিভীষিকা আপনাতাই ভর করে। হারিয়ে যাওয়ার ভয় নিত্য তাড়া করে ফেরে। ইংরেজি একটি শব্দও তৈরি হয়েছে, FOMO (FEAR OF THE MISSING OUT)। সেই কোমোও ফেসবুকে সবসময় ওত পেতে বসে থাকে। নিজের ব্যর্থতাই শুধু নয়, নিজের কিছুমাত্র সাফল্যও অন্যদের সাফল্যের উত্তরণের কাছে হয়ে বা তুচ্ছ মনে হয়। আর ব্যর্থতার পরিমাণ যতই বেড়ে চলে, ততই তার শূন্যতা বোধ মনের মধ্যে এঁটে বসে। সেক্ষেত্রে ফেসবুকের মুক্ত হাসি অচিরেই বোবা কান্নায় পরিণত হয়।

সেক্ষেত্রে ফেসবুকের তীর প্রভাবের মধ্যে আলো-অন্ধকারের খেলায় দিগভ্রান্ত সমাজের দিকে তাকালেই সেলফোনের উত্তরোত্তর দুর্বার আকর্ষণের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার নিতানতুন চাট্টা ও জোগানে যেভাবে তা প্রযোজন থেকে প্রিয়জন হয়ে উঠেছে,তাতে তার মোহাচ্ছন্নতা অনিবার্য ও অনস্বীকার্য। সেদিক থেকে মোবাইলের আচ্ছন্নতা নিয়ে স্বয়ং আবিষ্কারকের খেদ ব্যক্ত হলেও তা কোনো ভাবেই তাঁর কাছে ফ্র্যক্টাইনিংয়ের মতো আত্মঘাতী আবিষ্কার মনে হয়নি। কেননা নিতানতুন চাহিদাপূরণে মোবাইলের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক মনে হয়েছে মার্টিন কুপারের। একসময় টিভিরও বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল। অচিরেই তা কেটে যায়। নতুনের প্রতি তীর আকর্ষণ গড়ে ওঠে,তা সাময়িক মোহাচ্ছন্নও করে রাখে। আবার বিস্কনের আকর্ষণ বেড়ে গেলে অচিরেই সেই মোহও কেটে যায়। সেক্ষেত্রে তাঁর বিশ্বাস মোবাইলের মোহও একসময় চলে যাবে। অন্যদিকে মোবাইলের অসীম সম্ভাবনায় বিশ্বাসী মার্টিন কুপার তার মাধ্যমে রোগের নিরাময় থেকে কল্যাণকামী বহু কাজে ব্যবহারের উপরেও গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে মোবাইলের প্রতি তীর আসক্তিতে তিনি বিচলিত বোধ করলেও তা নিয়ে তাঁর মনে কোনো রকম দৃষ্টিভ্রান্ত নেই। কেননা সময়েই মোবাইলের মোহ কেটে যাবে বলে তাঁর ধারণা। কিন্তু তাতে মোবাইলের প্রতি আসক্তি কমলেও তাঁর আর্থিক ক্ষতি ও ক্ষত সারিয়ে তোলা যাবে কিনা,তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। টিভির জনপ্রিয়তায় ব্যক্তিগত যোগ ছিল দশকের বিনোদনী মোহজাত, মোবাইলের সংযোগে একেবারেই ব্যক্তির মনে-মননে,কেননা ও স্বপ্নে। প্রাণের সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে। সাধনাসাপেক্ষতা ও ফেসবুকের আলোর অন্ধকারের মতো তার হারিয়ে যাওয়ার ভয় মোবাইল বন্ধ হলেও মনে যে জেগে থাকে অবিরত,অবারিত,আজীবন !!

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধা-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের নানা প্রান্তে ১ বৈশাখ উদযাপন



অন্যদিকে মণিপুরে নববর্ষ উৎসব একটি অনারকম। বৈষ্ণবধর্মী মণিপুরীরা এদিন কোলাহল থেকে দূরে থাকেন। ১লা বৈশাখ নববর্ষ হলেও এখানে উৎসবের গুরুত্বা হয়ে যায় দোলের মধ্য দিয়ে। নতুন বছরের প্রথম দিন পর্যন্ত চলে এই রঙের খেলা। বৈষ্ণবধর্মের মূলমন্ত্র কে স্মরণ করে আত্মসংযমের সাহায্যেই মণিপুরীরা ১লা বৈশাখ পালন করে।

নববর্ষের সময়ে তামিলনাড়ুতে ‘পুঠাভু উৎসব’ পালন করা হয়। বাড়ি-ঘর পরিষ্কার করে, ফল, ফুল, রঙ ও আলো দিয়ে সাজানো হয় সব।

বাড়িতে বাড়িতে পূজোর আয়োজন করা হয়। নতুন জামাকাপড় পরে একে অপরকে শুভেচ্ছা বিনিময় ও খাওয়া-দাওয়াও চলে উৎসবের অঙ্গ হিসেবে।

কেরল ও কর্ণাটকের কিছু অংশে বছরের এই সময়ে ‘বিশু উৎসব’ পালিত হয়, স্থানীয়ভাবে বিশ্বপদাক্ষম নামে পরিচিত। আতশবাজি, আলোর রোশনাইতে সেজে ওঠে সব বাড়ি।

ভগবান বিষ্ণুর সামনে ফল, চাল, শাক সবজি, পান ইত্যাদি রেখে বিশেষ পূজোর আয়োজন করা হয় এদিন। এভাবে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে নানাভাবে পালিত হয় বাংলা নববর্ষ ১ বৈশাখ।



মণিপুরে অবশ্য ১লা বৈশাখই হয় নববর্ষ। পূর্বাঞ্চলে আর একটি পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরা। এখানে বাইরের মানুষ যেমন আছেন, তেমনি উপজাতির সংখ্যাও কম নয়। বাঙালিদের ১লা বৈশাখের উৎসব এখানে রঙ ছড়ায় প্রায় সকলের মাথোই। পাঞ্জাবিরা আবার ১লা বৈশাখের আগেদির থেকেই নববর্ষ উৎসব শুরু করেন, আসল

নববর্ষে সাহিত্য

রেহনি চৌধুরী

বাংলার নববর্ষ মানেই নতুনের আরাধনা। গ্রামেগঞ্জে ফসল বোনার পূর্বভাষা যেমিহিত হত এই দিন থেকেই। চলত সূর্যবন্দনার গান - ‘ওপর দুইটি বাগনের কন্যা মেলায় দিছে শাড়ি/তারে দেখা সুইই ঠাকুর ফেরেন বাড়ি বাড়ি। /ওগো সূর্যহির মা:/তোমার সূর্যহি ডাঙর হইছে বিরা করাও না।’ গল্পীরা লোকগীতি ও লোকনৃত্যের কথা উঠে আসে বাংলা সাহিত্যের পাতায়। বৈশাখে গাওয়া হতো সেই গান; ‘বলো না ভোলা, করি কি উপাই/আমার বাজে কাজে সময় নাই।/দিনের বেলা নানান হালে/কোটি কাচারি মুন্সীপালে/কেটে যায়রে দিন আমার...।’ গ্রামে গ্রামে এক সময় নববর্ষ বা ঠিক তার আগে ছড়া কেটে কেটে উঠে আঙুন মশাল উৎসব; ‘ভালা হাইয়ে বোড়া যায়, /মশা-মাছির মুখ পুড়া যায়।’ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও নববর্ষকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন অনাভাবে - ‘এসো হে বৈশাখ, এসো এসো/তাপসনিম্মসবায়ে মূর্মুরে দাও উদ্ভায়ে,/বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।’

সমস্ত পুরনোকে ভুলে নতুনকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। কবি নজরুলের লেখাও প্রায় একইভাবে



এসেছে বৈশাখ, ‘তোরা সব জয়ধ্বনি কর, / তোরা সব জয়ধ্বনি কর;/ওই নতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখির বাড়।/তোরা সব জয়ধ্বনি কর।’ এক সময় বাংলা নববর্ষে নতুন বই, পত্রিকা প্রকাশিত হত।

কলকাতার বইপাড়ায় পয়লা বৈশাখ সতিই অন্যরকম একটা দিন ছিল তখন। প্রকাশকের ঘরে ঘরে কবি-সাহিত্যিকরা আমন্ত্রিত হতেন। ডাবের জল, সন্দেশ, চা, সিঁড়ার দিয়ে চলত আপ্যায়ন। সঙ্গে তুমুল আড্ডা, গল্প, স্মৃতিচারণ। নতুন বই কিনতে আসা পাঠকরা অনেকেই

প্রিয় লেখকের সঙ্গে দেখা করতে পারতেন। কলকাতা বইমেলা সফল হওয়ার পর প্রকাশকরা পয়লা বৈশাখের বদলে বইমেলায় প্রকাশ করেন অধিকাংশ বই। তাই নববর্ষে সাহিত্য এখন অনেকটাই ফিকে এ বাতলায়। তবে আশার বেশ কিছু সংবাদ পর ক্রোড়পত্র বের করেন এই দিনে, কিছু লিটল ম্যাগাজিনও প্রকাশিত হচ্ছে ইমার্চিং ১ বৈশাখ, বসছে কিছু সাহিত্যের আসর। আস্তে আস্তে নববর্ষ ক্রমশ ফিরে পাবার চেষ্টা করছে তার সাহিত্যের সৌরভকে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নিম্নমানের রাস্তা তৈরির অভিযোগ তুলে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ গোঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন: হুগলি: সামরিক পক্ষাঘাত ভোগে তা সত্ত্বেও ঝাঁপ দৌঁই শাক দল তৃণমূলকে। ঢালি রাষ্ট্রপতি হুগলি নিয়ে দৌঁই শাক দল তৃণমূলকে। ঢালি রাষ্ট্রপতি হুগলি নিয়ে দৌঁই শাক দল তৃণমূলকে। ঢালি রাষ্ট্রপতি হুগলি নিয়ে দৌঁই শাক দল তৃণমূলকে।

শেষ কয়েক ঘণ্টা কাজ বড় হয়ে পড়ে থাকে। এলাকার উত্তেজনার পারদ বাড়তে থাকে। প্রশাসন সীমিত গিয়েছে, বলিষ্ঠ জগৎপুত্র গ্রামের দাঁড়ীয়া থেকে মূল গ্রামের দিকে ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু হয়। ঢালাই রাস্তা তৈরির কাজ প্রায় ৪৫ মিনিট টাকার পরায় পায় ঠিকানার। কিন্তু অভিযোগ হচ্ছে, বলিষ্ঠ হাইটের জায়গায় আড়াই ফিট হার্টা কাজ হচ্ছে। বিপদ সীমিত ভাঙা করা হচ্ছে, সিমেন্ট ও স্টোনাচিপ কম দিয়ে কোন রকমে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই স্থানীয় থেকে সৌমেন সামন্ত বলেন, রাস্তা কাজ গতি বাড়ছে। যেকোনো সময়। কিন্তু পরেরদিন থেকেই রাস্তায় বড়

বড় ফোলের। সিমেন্টের ভাগ খুব কম। ছয় ইঞ্চি চালাইয়েল। জায়গা তিন ইঞ্চি ফাঁদাি দিচ্ছে। তাহ গঠনের সকল মানুষ রাস্তার কাছ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই ভাবে রাস্তা করলে হবে না। আজ এই করণে হবে, পরে সব জায়গা হবে। শ্রমবান্ধব ভাবে হবে। অপরদিকে দিল্লীপ সমাপ্ত নামে আর একজন ব্যক্তি বলেন, রাষ্ট্র নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে। বালি ভাগ বেশি দিয়ে কেবল ভরাত করে চলে আসছে। ইদী দিনে যদি ফাঁদাি হয় তাহলে আগামী দিনে রাস্তা বন্ধ থাকবে। রাষ্ট্র যদি ভালো না হয় তাহলে রাস্তা বন্ধ থাকবে। অন্যদিকে ঠিকাদার সৃষ্টি

মূলত জ্ঞান, এস্টেটে অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। গ্রামের মানুষের জন্য বাঁধের রাস্তাটিকে দিয়েছে। সামান্য ফাঁটা পেলে দিয়েছে। ভটা সিমেন্ট দিয়ে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। তবে এই বিষয়ে বালি অঞ্চলের প্রধান মুন্সুফ আলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিন পালার, রাস্তা তৈরির কাজ বন্ধ হওয়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। ঠিকঠাক কাজ বলে হয় তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। সমিলিয়ে বালির রাস্তার প্রাথমিক দাবি মজবুত ঢালি রাস্তার। কিন্তু তা না ওয়ায় বালির জগৎপুর গ্রামের মানুষ ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করে।

আর্থিক প্রভাবণার অভিযোগে গ্রেপ্তার বিজেপি নেতা



মাস এলাকা ছাড়া ছিলেন রাজু। খুব
নেতা স্থানীয় নারায়ণী আবাদে
বাসিন্দা। সোমবার দু'তকে কাকদ্বী
আদালতে পেশ করা হয়। তবে এ
ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে ওঠা স
অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানী
গেঙ্কয়া শিবির। মথুরাপুর সংগঠন
যুব মোর্চার সভাপতি বাবু নায়ে
অভিযোগ আমাদের নেতাকে ঘাঁসানে
ত নির্বাচনের আগে তৃণমূলের এই স
কাজে তৃণমূল। তবে বিজেপির বিরু
ছে তৃণমূল।

রাজুকে গ্রেপ্তার করে। রাজু বিভিন্ন
বিক্রির করে ক্রেতাদের থেকে লক্ষা
করেছেন বলে অভিযোগ। পরে রাজু
খাঁটিয়ে হুমকি দিতেন প্রতারিতদের
প্রতারিত থানায় অভিযোগ দায়ের ব

জেলার বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি বিপ্লব নায়েক বলেন, ‘মিথ্যে অভিযোগ আমাদের নেতাকে ফাঁসানে হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃণমূলের এই সনোংরা রাজনীতি করছে তৃণমূল। তবে বিজেপির বিরুদ্ধে পাল্টা সুর চড়িয়েছে তৃণমূল।

[illegible]

বিশেষ নির্দেশনা / সতর্কতা :

ওয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অথবা পরিবেশা প্রদায়ক সংস্থার সংশ্লিষ্ট শেষ সময়ের ইন্টারনেটে ঘন নিতে হবে ডাকদাতাদের। সংশ্লিষ্ট অসুবিধা এড়ানোর জন্য ডাকদাতাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/বিকল্প ব্যবস্থার মাঝাকিলার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে সফলভাবে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য।

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া


দেশজুড়ে চলছে মকদ্দিল
দৈনিক আক্রান্ত ৬ হাজারের নীচে

মৃত্যু ১২ জনের

৯মার্চ ১০ এপ্রিল: দেশের যুগ সন্দ্বোধারের জন্য অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে এসেছিল প্রতীকশ্রম মন্ত্রক। গত বছর জুন মাসে এই প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রকল্পের প্রথম ৪ বছরের জন্য দেশের প্রতিবন্ধী ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ পাবেন। এই কর্মে নিয়োগ প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে কেন্দ্রের অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে আসার পর এই বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। দেশের প্রকল্প জায়গায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভও শুরু হয়ে। ‘অগ্নিপথের’ বৈধতা নিয়ে মামলা আদালত অবধি গড়ায়-সেই মামলা খারিজ করে অগ্নিপথ প্রকল্পকে বৈধ আখ্যা দেয় দেশের শীর্ষ আদালত। গত ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লি হাইকোর্ট অগ্নিপথ প্রকল্পকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছিল। দিল্লি হাইকোর্ট রায়ে উল্লেখ করে, জাতীয়তাবাদীরা বৈধ সম্পত্তি বাতিলী যাতে আরও জটিল হয়ে সজ্জিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য এই অগ্নিপথ প্রকল্পটি নিয়ে আসা হয়েছে। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিল্লি আবেদন করা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। (গোপাল কৃষ্ণ নারায়ণ। এই আবেদনকারীরা বৈধ অনুশীলন) এইওলা শর্মা দটি পঞ্চদশকো আবেদন করেন।

তপ্তি লাভ করেছিলেন এই প্রখ্যাত গণিতবিদ।
তার গণিতের ন্যেবল পুরস্কার জয়ের ফলে কলকাতারও ভূমিকার গণিতের তার যে তিনটি মৌলিক গণেশবার ছিল পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে আধুনিকতার পথ প্রশস্ত করেছিল, সেই তিনটি গণেশবারই প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৫ সালের 'ক্যালকাতা মাধ্যমিক্যাল সোসাইটি'র বুলেটিনে। প্রথমটি হল 'ক্রোম-রাও সোয়ার বার'। যে কোনও ক্ষেত্রে অনুমান কতটা সঠিক আছে, তা নির্ণয় করা হয় এই তত্ত্বের সাহায্যে। দ্বিতীয়টি হল 'রাও-ব্ল্যাক-পেলে থিরেওরম'। যা কোনও অনুমানকে আদর্শের অনুমানে উন্নীত করে দেয়।

Principal

	WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD. (A Govt. Undertaking) Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 <u>NleT-04 to 07 /23-24 10-04-2023</u>
---	---

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of

BANASHYAMNAGAR GRAM PANCHAYAT
Pathrprtima Block, District South 24 Parganas

ABRIDGED NIT

On behalf of Banashyamnagar Gram Panchayat of Patharpratima Block under south 24 parganas dist. invites bids for Construction of 2 Nos B P & 2 Nos C.C road . 15CFCG (UNTIED & TIED) NIT No. 169, 170, 172, 173 XVCF-UNTIED/ BNGP/ 2023. NIT No (174 to 180)/ XVCF-TIED/BNGP/2023. dated 11/04/2023 within the GP area. The Estimated Cost excluding GST & L. Cess are **Rs. (292504/-, 292401/-=2nos, &=258903/-= 2nos) 7 NOS TUBWELL Rs@201139/-** respectively. The period of bid submission is 10:00 AM of 11th APRIL. 2023 to 11:59 AM of 23th APRIL 2023. For details please visit to **wbtdenders.gov.in**.

S/D Pradhan,
Banashyamnagar Gram Panchayat

আলো নেই, মাঠ নেই, চরম অব্যবস্থা,
তার মধ্যেই চলছে সুপার কাপ

লাড়াই রুদ্ধশ্বাস ভয় এনে দিল
নউকে। বেঙ্গালুরুর সফল
বোলার সিরাজ ২২ রান দিয়ে
উইকেট নিলেন। ৪১ রান দিয়ে
উইকেট পানেলের। ৪৮ রানে
উইকেট হবল পটেলের। এ
তিনি আইপিএলে ১০০ উইকেট
মালিখাফক স্পর্শ করলে
উনাদফকটক আউট করে। ৪৮ র
১ উইকেট নিয়েছেন করণ শর্মা।

আয়োজকরা। সেটা না পাওয়া পর্যন্ত সমস্যা যে বাড়িয়ে থাকবে তা আন্দাজ করাই যায়। সম্ভব্য ট্রফি আয়োজনের জন্য রাজা সরকারের থেকে টাকা পেলেও, সুপার কাপের জন্য এখনও পর্যাপ্ত অর্থ পায়নি আয়োজকরা।

অভিযোগে স্থানীয় আয়োজক কমিটির এক সদস্যের। ট্রেনিং ব্যবস্থায় নিয়ে একগুচ্ছ অভিযোগ থাকলেও, প্লেইং ভেনু নিয়ে এখনও কোনও দলের তরফ থেকে কোনো অভিযোগ ওঠেনি।


নীতীশের কাছে ব্যাট ধার করে নেমেছিলেন
মাঠে, রিস্কুর ৫ ছক্কার কাহিনি ফাঁস

নিস্কণ প্রতিনিধি: আমেদাবাদে
‘অসশব্দ’ এই শব্দটা রিক্সু সিয়েয়ে
‘উৎসর্গনারী’ হলে বলেছিল চলে
আমেদাবাদে রবীশাসরী আইপিএ
জমিয়ে দিয়েছিলেন নাইট তার
রিক্সু। আদ্যাণ্ডের বহর ২৫ এ
রিক্সুর মহাকাব্যিক পাঁচ হক্সার ফে
এখনও কটছে নল ত্রিক্
প্রমীদে। আমোদবাদের নর
মৌদি স্টেডিয়ামে গুজরা
টাইটান্সের বিরুদ্ধে শেষ ওভারে য
ন শয় দায়ালের বল একের পর এক
বাউন্ডারির বাইরে পাঠাচ্ছিল
রিক্সু, সেই সময় প্রায় হৃদয় হাতে
রিক্সু ধরে বসেছিল নাইট শিবির
শেষ ওভারে টানা ৫ বলে ৫টি হক্স
মারার পর রিক্সু যখন কেকেআরে
গেতালেন, সেই সময় সবাই
উজ্জ্বলিত হতে মাঠের মাধ্য ছু
টুকে পড়েন নাইট ক্যাপ্টেন নীতীশ
রানার। তাঁর চোখ-মুখই বলে দিচ্ছিল
রিক্সু সত্যাকার অর্থেই এক দুর্বা
নাইট যোদ্ধা। আর ম্যাচের শেষে
জানা গেল, মাঠে নামার আগে
অনিয়াকর রানার ইচ্ছে বিরুদ্ধে
গিয়েছিলেন রিক্সু। তাকে যদিও
হতশান ন্ন। উল্টে তাঁর ইচ্ছে
বিরুদ্ধে যাওয়া রিক্সুকে এক দারু
পুরস্কার দিয়েছেন রানার।

ম্যাচের শেষে রিক্সুকে কার্য
কোলে টুকে নেন নীতীশ রানার
আবেগে-উজ্জ্বলে ভাসছিল নাই
শিবির। মধ্যমণি অবশ্যই রিক্সু সিয়
ম্যাচের শেষে রানার জলান, যে বা
রিক্সু টানা ৫ বলে ৫ হক্স
হকিয়েছেন সেটি তাঁর ব্যাট
১৬তম আইপিএনে কেকেআর
হয়ে প্রথম ২টো ম্যাচে রানো যে ব্যা
নিয়ে খেলেছিলেন ওজুআর

বিকল্পে সেই বিপ্লব নিয়ে খেলা
নিয়েছিলেন রব্বি সিং। সোশ্য
মিডিয়ায় কেকোআরের সোয়ার
ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, রানা
প্রশ্ন করা হলে এটি কেনে বা
উত্তরে তিনি বলেন, 'এটা আম
ম্যাচ ব্যাট।' আইপিএলের প্রথম ২
ম্যাচ আমি এটি ব্যাটেই খেলে
পুরো ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি ম
সেইদ মুশক আলি এবং গ
বছরের শ্রেষ্ঠ কয়েকটা ম্যাচ আ
এই ব্যাটেই খেলেছি। আজ আম
ব্যাট বদল করেছিলাম। রব্বি
কাছে ব্যাটটা খুঁজেছি। আম
ব্যাটটা ওকে দেওয়ার খুব এক

হয়েছে ছিল না। কিন্তু ভেতরে থেকে
 কেউ ব্যাটটা নিয়ে এসেছিল। তখন
 আমি বুঝতে পারি পরেছিল। রক্ত
 ব্যাটটাই নেবে। কারণ ব্যাটটা
 তুলনামূলক হালকা। এই ব্যাটটা
 আর আমার নয় এখন। এটা এ
 থেকে রিক্রু'র।
 কেকেআরের শেয়ার ব
 আরও একটি ভিডিওয়ে দেখা
 রিক্রুকে নিয়ে উদ্ভাস প্রকাশ ক
 পর, তাঁকে খাবার খেতে বসে
 নীতীশ রান। সঙ্গে আরও বসে
 অনেক ম্যাচ এখনও বা
 সেগুলিতেও তাঁকে তো রান কর
 হবে রিক্রু'কে।



না তার টিমেরো। ৭ মিনিটে
 স্পেজ টাইমেও বদলায়নি
 পরিচিত। শেষ পর্যন্ত গোলমূল
 শেষ হয়ে ম্যাচ। আর তার পর
 আঙুন-বর্ণ করছেন সিআর
 মেভেন। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর ডিভি
 কামোয়ার পা পড়ছে, বিপক্ষে
 ফুটবলার আলি আন-জকানের সঙ্গে
 কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে
 তারকা। রোনাল্ডোকে বলতে শোন
 গিয়েছে, 'ভুঁমি আর তোমার
 ফুটবলটা খেলতেই গাওনি
 রোনাল্ডো তো বড়ই, তার পুরে
 টিমই বামোয়ার জড়িয়ে পড়েছিল
 আলি কিহার ফুটবলারদের সঙ্গে।
 সৌদি লিগ টেবলের শীর্ষে
 রয়েছে আল ইকিহাদ। আল নাসে-
 প্রবল চেষ্টা চালাচ্ছে, যাচ্ছে

হস্তিহাদকে চপকানো যায়। কিন্তু এখনও তা সন্তব হয়নি। কিন্তু ইতিহাস পড়েও টোবোলে ফার্স্ট ক্রমশ বাড়ছে। আফ্রিকা থেকে বিরুদ্ধেও আফ্রিকার মতো রোমান্ডেও তেমন ছন্দে ছিলেন না। পরমাধ্ব্যে একবার গোল করার জয়গাথা পৌঁছে গিয়েছিল সিয়ার সেগেনে। কিন্তু প্রতিপক্ষ কি পারা ভূমিরির স্তোত্রকেচিড়েও টপকাত পারেননি। ফ্রিক-থেকেও গোল করতে পারতেন রোমান্ডে। ক্রমবাদের উপর দিয়ে তা উড়িয়ে দেন। একবার আটকে গিয়েছে অফসাইডে। সব মিলিয়ে কর্মের না থাকার আরও চাপ বাড়াল আল সানসেরের। আর তাতেই যে মেজাজ হারিয়েছেন রোমান্ডে, সদর্থক নৈ।

পিএসজির সঙ্গে এমবাল্পোর সমস্যা
মিটে গেছে, দাবি ব্রাজিলিয়ান তারকার

A large group of cricket players and staff are posing for a group photo on a green field. They are wearing white cricket uniforms with blue accents. Many are holding up their hands in celebration, with some making 'V' signs. In the center, a large silver trophy is visible. A purple banner at the bottom of the image reads "Ranji Trophy 2018 - 19 CHAMPIONS". The background shows a large stadium with many spectators.

তাতে ছ'টি দল থাকবে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে দু'টি শীর্ষ দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে।

প্লেট গ্রুপে ছ'টির মধ্যে শীর্ষ চারটি দল সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। আর প্লেট

গ্রুপের ফাইনালিস্টদের পরে মরশুমে (২০২৪-২৫) এলিট গ্রুপে উন্নীত করা হবে। পয়েন্ট/বোনাস পয়েন্ট/জয়/রানরেটের উপর ভিত্তি করে এলিট গ্রুপ থেকে শেষ দু'দল ২০২৪-২৫ মরশুমে প্লেট গ্রুপে নেমে যাবে।

এ দিকে ১৯ অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত জাতি-টোয়েন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের খেলাধুলে সিনিয়র মহিলা মরশুম খেলে। এর পর ২৪ নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আন্তঃ-জাতি-টোয়েন্টি ট্রফি অনুষ্ঠিত হলে ৪-২৬ জানুয়ারির মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে সিনিয়র মহিলাদের ওয়ানডে ট্রফি। সিনিয়র মহিলা টোয়েন্টি ট্রফি এবং ওয়ানডে ট্রফিতে পাঁচটি গ্রুপ থাকলে দুটিতে আটটি দল এবং তিনটিতে সাতটি দল নিয়ে। পাঁচটি গ্রুপে প্রতিটি থেকে দু'টি শীর্ষ নক-আউট খেলার যোগ্যতা গ্রহণ করবে গ্রুপ ম্যাচের পরে, দলগত তালিকাভুক্ত পয়েন্ট/জয়/নেট রানরের উপর ভিত্তি করে ১-৩ খেলবে। ১-৬ নম্বরে থাকা দলগত সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালের যোগ্যতা চারটি গ্রুপে এবং ৭-৮ নম্বরে থাকা চারটি দল বাকি দুই কোয়ার্টার ফাইনালের ব্রডবের একটি করে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে।

প্যারিস: মাঠে ও মাঠের বাইরে নানা কারণের মনরম সমস্যা জর্জরিত পিএসজির মাঠের খেলায় ছদ্ম নেই। মারফতের মেসিদের দুয়ে দেওয়া নিয়ে মনরম সমস্যা সমাধানের সমালোচনা, ক্রিয়াকর্মীরা এমবাঙ্গে; নেইমারের সম্পর্কের সমস্যা; শীতলতা নিয়ে আলোচনার সঙ্গে মাঠের বাইরে যে সর্বশেষ সমস্যা যোগ হয়েছে, সেটি ক্লাবের সমালোচনা করে এমবাঙ্গের বন্ধন।

পিএসজির মৌসুমের টিকিটধারীদের ২০২০, ২৪ মৌসুমের টিকিট নবায়নের অঙ্গ জানিয়ে একটি প্রচারণামূলক ভিডিও প্রকাশ করেছে প্যারিসের ক্লাবটি।

প্রচারণামূলক সেই ভিডিওতে দেখা যায় প্যারিস দুই শীর্ষ তারকা লিওনেল মেসি ও নেইমারকে, যা নিয়ে মনরম সমস্যার মধ্যে লড়াই নানা ও গুণ্ডা কণ্ঠ শুনান ধরে মেসির ক্লাব ছাড়ার কথাও কল্যাণ নিয়ে আলোচনা।

আছে নেইমারের দলবল ও এ ছাড়া ভিডিওটির বিষয়বস্তু নিয়ে অগতি জানিয়ে বিবয়স সামাজিক এমবাঙ্গে।

যা বাগ্যোগমাধমে দেওয়া এক ভিডিও নিয়ে পিএসজির প্রাণে দিয়েছেন এই ক্রিয়াকর্মী তারকা।

ভিড়ওতে তাঁকে না জিজ্ঞেস করেই
তার কথা যুক্ত করে হয়েছে বলেই পে-
পেছেন এমবাল্পে। এই ঘটনার
পিসাজিকের ঘিরে নতুন করে আবার
শুরু হয় আলোচনা। অনেকেই
বলাতে শুরু করেন, এবার এমবাল্পেই
সঙ্গে তিনজাতীয় তৈরি হবে-
পিসাজির। তবে গত পরশু নিউস-
রিপকে ২০ গোলে জেতার পর
পিসাজির অধিনায়ক মার্কিনিও
বলেছেন, এমবাল্পের সঙ্গে সমস্যা
মিটে
গেছে।

ডিক্লেয়ারের কথা, 'আমরা যখন সকালের নাস্তা খেতে গিয়েছিলাম, আমি তাকে এটা নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কারণ, কী ঘটেছে আমি তা বুঝতে চেষ্টাই।'

মার্কিনিস্ত্র ওরপর যোগ করেন, 'সে তার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছে। আমার মনে হয়, সে যে ভুলটা পেয়েছে তা নিয়ে ক্লাবের সঙ্গে আলোচনা করেছে। আমার মনে হয়, বামেলা মিটে গেছে।'